ং অপার চিৎ

দ্র শীল

সত্ত্ব ত্যাগ।

আমি এই পুস্তকের সত্ত্ব উচিতমূল্যে শ্রীশরচ্চন্দ্র শীলকে বিক্রয় করিলাম, ইহাতে আমার নাম ভিন্ন কোন সত্ত্ব রহিল না।

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

ভূমিকা।

কৃষ্ণ যে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার এবং রাধিকা যে আদ্যা মূলপ্রকৃতি, রাই-রাজা গীতাভিনয়ে তাহাই বিশদরূপে প্রদর্শিত হইল। অধিকন্তু আদ্যাশক্তিই যে ত্রিলোকীতলে প্রধানা, সেই শক্তি বিনা যে পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন, তাহাই সর্ব্বজনকে দেখাইবার জন্য শ্রীমতী রাধাসতীকে রাজা করিয়া স্বয়ং তদীয় চরণতলে দাসরূপে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন; এই গীতাভিনয় পাঠে বা দর্শনে সকলেই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আপামর সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, এই জন্য এই গীতাভিনয়ের ভাষা ও গীতগুলি যতদূর সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া সম্ভব, তাহা করিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। এখন সজ্জনগণ সাদরে গ্রহণ করিলেই সফলপ্রযত্ন হইব কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মহাদেব	...	...	কৈলাসপতি।
ব্রহ্মা	...	...	সৃষ্টিকর্ত্তা।
নারায়ণ	...	...	বৈকুণ্ঠপতি।
ধর্ম্ম			
নারদ	...	...	দেবর্ষি।
কৃষ্ণ	...	...	পরব্রহ্ম অবতার।
বসুদেব	...	...	কৃষ্ণপিতা।
অক্রূর	...	...	জনৈক কৃষ্ণভক্ত।
কংস	...	...	মথুরাপতি।
আয়ান	...	...	রাধাপতি (ক্লীব)।

দেবগণ, কারারক্ষিগণ, মন্ত্রী, নারদশিষ্য, সভাসদ্‌গণ, সভানির্ম্মাতা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পৃথিবী			
লক্ষ্মী			
রাধিকা	...	...	আদ্যাশক্তি।
দেবকী	...	...	বসুদেবের পত্নী।
জটিলা	...	...	আয়ানের মাতা।
কুটিলা	...	...	আয়ানের ভগ্নী।
বৃন্দা	...	...	রাধিকার প্রধানা দূতী বা সহচরী।

সখীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

রাই-রাজা।

(ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক গীতাভিনয়)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ব্রহ্মলোক।

(ব্রহ্মা ও পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। হায় পদ্মযোনি! নাহি জানি, কি হইবে
গতি হে আমার। অনাচার—অত্যাচার
ক্রমশঃ বাড়িছে,—কাঁপিছে ক্রমশঃ প্রাণ
ত্রাসে অসুরের! সত্য ত্রেতা দুই যুগে,
যতেক মরিল, জন্মিল পুনঃ সে তারা
দ্বাপরে সদলে!—দম্ভে, দর্পে, বিদলিত
হের বক্ষঃ মম,—ভীত, ত্রস্ত, কণ্টকিত
সদা কলেবর,—জরজর অনুক্ষণ
সে ভীম নর্ত্তনে। তুমি সৃষ্টিপতি, তাই
তোমারে জানাই; অন্যে আর কে বুঝিবে
এ মনোবেদনা? ধর্ম্মের রক্ষণ, যাগ
যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সাধন, হবে না কি আর?
পাপের বিস্তার, ভার, প্রসার তাহার,
ঈপ্সিত কি এতই এক্ষণে, দয়াময়?

ব্রহ্মা। নাহি ভয়, স্থির হও, অয়ি বসুন্ধরে!—
অচিরে হইবে ধ্বংস যতেক দানব,—
কেশব লবেন জন্ম অচিরে মর্ত্ত্যেতে।
দুষ্টের দমন তথা শিষ্টের পালন,
নিয়ম এ আছে চিরকাল; কি জঞ্জাল
ছার কংস, জরাসন্ধ, আর দন্তবক্র,
শিশুপাল, পারে ঘটাইতে? সত্যে বদ্ধ
মম সৃষ্টি, সত্য মূলাধার, সত্য বিনা
অনিত্য সকলি জেনো তার;—সত্য—সত্য
সত্য মাত্র কামনা ধাতার। যত দিন
সৃষ্টি মম রহিবে, কল্যাণি! জেনো জেনো,
সত্য ভিন্ন কিছু না রহিবে; সুখ-দুঃখ-
সঙ্কুল এ মহারণাঙ্গনে, নিদর্শনে,
সত্যেরি জয়-পতাকা রহিবে উড়িতে।
ধৈর্য্য ধর সর্ব্বধরা! অধীরা কি হেতু,
দুঃখই সুখের মূল জান না কি, শুভে?
জান না কি, দুঃখেতেই পরীক্ষা সুখের
চিরদিন? চল যাই ক্ষীরোদ-কূলেতে,
বিষ্ণুর পদেতে গিয়ে জানাই বারতা,
দেখি তাঁর কিবা অভিপ্রায়,—কি আদেশ
অতঃপর হয় আমা সবে। ত্যজ চিন্তা,
একান্তে চিন্তহ মাত্র সেই চিন্তামণি;
সুবদনি! বাণী মম স্থির কর চিতে,
হরি বিনা ভয়হারী কেহ আর নাই।

(গীত)

কেন কেন অকারণ কর চিন্তা সুবদনি।
একান্তে চিন্তহ শুধু সেই জগচ্চিন্তামণি॥

সর্ব্বসহা তুমি ধরা, কি হেতু তবে অধীরা,
দমিত হইবে ত্বরা যতেক পাপাত্মা প্রাণী ॥
সত্যে বদ্ধ মম সৃষ্টি, সত্যেতেই জেনো তুষ্টি,
পাপোদয় পাপদৃষ্টি দুদিনেরি জেনো, ধনি!—
যবে সর্ব্ব লয় হবে, সত্য মাত্র জাগি রবে,
সত্য বিনা এই ভবে, কিছু না আছে কল্যাণি ॥

শুন আমার বচন বসুন্ধরে! বৃথা
ভয়ে নাহি ডর আর; জানিহ এ সার,
না হবে অনৃত কভু আমার বারতা।

পৃথিবী। ভাল, ধাতা! তবাদেশ না করি অন্যথা
কদাচন; চল প্রভু কোথা নারায়ণ।
আশ্চর্য্য বচন কিন্তু শুনি ও শ্রীমুখে
আমি আজি,—এ কেমন কথা, পদ্মযোনি!
ধাতা পাতা লয়কর্ত্তা আর, ভিন্ন কি হে
কভু?—মোহেতে রেখো না প্রভু, কিঙ্করীরে!

ব্রহ্মা। সত্য বটে বচন তোমার শুভাবিনি!—
নহে মিথ্যা কদাচন। কিন্তু শুন কথা,
গুণের পার্থক্যে অংশী হয়েছি যখন,
রূপভেদে কার্য্যভেদ অবশ্য হইবে;
এক অগ্নি ভিন্ন যথা আধার-বিভেদে,
এক বারি পাত্রবশে দূষিত-নির্দ্দোষ।
ফলেতে মিলিত বটে হবে তিনে এক,
কার্য্যক্ষেত্রে যে যার সে তার কিন্তু রবে।
চল এবে বিলম্ব না কর অকারণ
আর, কার্য্যোদ্ধারে বাসনা যদ্যপি চিত্তে।
দর্পহারী নাম তাঁর বিদিত ভুবন,
দর্পীতে প্রাধান্য নাহি পাবে রাজ্যে তাঁর!

পৃথিবী। চল দেব! কোথা যেতে হবে, চল;
অবশ্য যাইবে দাসী বন্দি ও চরণে।

(প্রণতি)

কর আশীর্ব্বাদ, যেন হই পূর্ণকামা,—
স্বভাবে অভাব যেন না ঘটে কখন।

ব্রহ্মা। অবশ্যই মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ।

(হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ ও গীত)

(গীত)

চল চল কল্যাণি!—চল,—চল, সে ক্ষীরোদকূলে।
বিষ্ণুপদে এ বিপদে, মাগি শরণ সকলে॥
সর্ব্বভয়হারী হরি, যাবে ভয় তাঁরে স্মরি,
পাইলে সে পদতরী, কারে আর ডরি কোন্‌কালে?
সৃজন আমার কার্য্য, আছে চিরদিন ধার্য্য,
নিধন সে অনিবার্য্য, শূলীর শূলে;—
রক্ষাকারী নারায়ণ, করেন সবে রক্ষণ,
শিষ্টেরে করি পালন, দুষ্টেরে পদেতে দলে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ক্ষীরোদ-সমুদ্র।

(অনন্তবক্ষে লক্ষ্মী-নারায়ণ)

লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর! অদৃষ্টের ফল কেহই খণ্ডন ক'র্‌তে যে পারে না, এ কথা খুব সত্য; তা না হ'লে, সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীনারায়ণের গৃহিণী হ'য়েও কি আমাকে নিশিদিন এ প্রকার নিরানন্দে

সমুদ্রে ভাসমানা হ'তে হয়। হে কমলাপ্রাণবল্লভ! আপনার অভাগিনী কমলা কেমন ক'রে আপনাকে হারা হ'য়ে প্রাণ-ধারণ ক'র্‌বে বলুন দেখি; আপনার একদণ্ড কালের অদর্শনও কি কখনও সে সহ্য ক'র্‌তে পেরেছে? এ দীর্ঘকালের বিরহ কেমন ক'রে আমি সহ্য ক'র্‌বো?

নারায়ণ। সে কি? এ আবার অকস্মাৎ কি কথা বল্‌ছো, কমলে? আমাকে হারা হ'য়ে থাক্‌বে, এ কি কথা?

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর! শ্রীদামের অভিশাপের কথা কি আপনি এরি মধ্যে বিস্মৃত হ'চ্চেন? বিরজার কথা কি আপনার আর মনে নাই? আপনি আমাকে ছেড়ে যে দিন বিরজার মন্দিরে যান, আমি সখীদের মুখে সেই সংবাদ শুনে, সেই চক্রিনীতাকে এর সমুচিত প্রতিফল দেবার জন্যে সেই দিন সেই দণ্ডেই তার আলয়ের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হই। দ্বারে শ্রীদাম প্রহরী ছিল, সে আমাকে দ্বার ছাড়ে না, সুতরাং আমি তোমার নাম ক'রেও কটুকাটব্য অনেক প্রয়োগ করি এবং তাকেও এই অভিসম্পাত করি যে, "তুই যেমন দেবলোকে থেকে এইরূপ অসুরের মত ব্যবহার আমার প্রতি করলি, তেমনি শীঘ্র মর্ত্যে গিয়ে অসুরবংশে জন্ম নিগে যা।"

নারায়ণ। বটে! এমন অভিসম্পাত তাকে ক'রেছিলে? ভাল কর নাই ত কমলে! সে যে আমার মহাভক্ত একজন, তা কি তুমি জান না?

লক্ষ্মী। জানি, কিন্তু কি ক'র্‌বো, তখন ক্রোধে আমাতে কি আমি ছিলেম?

নারায়ণ। আহা! না জানি, তুমি তার জননীস্বরূপা, তোমার এ কুব্যবহারে সে মনে মনে কতটা মর্ম্ম-বেদনাই প্রাপ্ত হ'য়েছে! যাক্, তাতে সেই শ্রীদাম তখন তোমাকে কি ব'ল্‌লে? কিছু অপমান করে নাই ত?

লক্ষ্মী। তবে আর ব'ল্‌ছি কি, প্রভু!

নারায়ণ। কেন? কি ক'রেছে সে?

লক্ষ্মী। ওহো! প্রাণনাথ! সে যে আমায় কি শাস্তি দিয়েছে, তা আর কি ব'ল্‌বো! সে কথা মুখে আন্‌তেও আমার প্রাণ যেন বিদীর্ণ হ'চ্চে। হে শ্রীপতে! তোমার চিরপদাশ্রিতা স্ত্রীর প্রতি আজি এ তোমার কিরূপ বিচার হ'লো? এই সুদীর্ঘ কালের বিরহ আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বো, বল দেখি?

(গীত)

কহ কহ কমলাকান্ত, এ কি অবিহিত বিচার।
তোমা বিনে এ কমলা, কি জানে বল না আর?
ওহো নাথ শ্রীদামের শাপে, মন প্রাণ উঠে যে কেঁপে,
দেছে শাপ সে নারীরূপে, মর্ত্ত্যে জন্ম হবে আমার॥
তাও আবার কলঙ্কিনী, নহে নাম সতী রমণী,
তোমার বিচ্ছেদ-বহ্নি, হৃদে অনিবার;—
না পাব স্বামী-রূপেতে, তোমারে গিয়া মর্ত্ত্যেতে,
কালা-কলঙ্কা নামেতে, হব হে সেথা প্রচার॥

ওহো নাথ! বল দেখি, তুমিই তোমার আপনার অন্তঃকরণে চিন্তা ক'রে বল দেখি, এ কথাও কি ব'ল্‌বার—এ কথাও কি চিন্তা ক'র্‌বার? আমি স্বয়ং গোলোকপতির পত্নী লক্ষ্মী হ'য়ে মর্ত্ত্যে কি না কলঙ্কিনী নাম ধ'রে থাক্‌বো? হে ত্রিভুবন-পতি! এই বিধি কি তুমি তোমার এই চিরপদাশ্রিতা লক্ষ্মীর প্রতি ক'র্‌লে? নারায়ণ! আর যে আমি এ চিন্তা সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

(রোদন)

নারায়ণ। (সহাস্তে) কমলে! স্থির হও। আদি কথা তুমিও কি ক্রমশঃ সব বিস্মৃত হ'লে? দেখ, কার্য্যের নিমিত্তই তোমার আমার এবং সমগ্র এই তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি—একমাত্র কার্য্যের সূত্রেই আমরা অনিবার চালিত; অতএব সেই কার্য্যের সাধনেই যে আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হবে, এতে আর বিচিত্র কি আছে? শুন এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা—সম্প্রতি:যা সংঘটিত হ'য়ে গেছে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমাকে পত্নীরূপে পাবার আশায় নিরলসে বহুদিন যাবৎ আমার সাধনা করে; আমি বহুবার তাকে নানা প্রবোধে এ আশা পরিত্যাগ ক'রতে বলি, কিন্তু সে কিছুতেই ক্ষান্ত না হ'য়ে, বরং আরও অধিকতর দৃঢ়তার সহিত তপস্যা ক'রতে থাকে; কাজেই অবশেষে আমাকে বাধ্য হ'য়ে তাকে তার অভীষ্ট বর প্রদান করতে হ'য়েছে।

লক্ষ্মী। (সবিস্ময়ে) সে কি? কিরূপ বর আপনি তাকে প্রদান ক'রেছেন?

নারায়ণ। আমি বর প্রদান ক'রেছি, জন্মান্তরে তুমি লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে পেতে পারবে, এ জন্মে নয়; আর ক্লীবরূপে তোমাকে জন্মগ্রহণ ক'রতে হবে।

লক্ষ্মী। ওঃ! এতক্ষণে বুঝলেম, আমার অদৃষ্ট তবে অধুনা নিতান্তই মন্দ! শ্রীদাম যে অভিশাপ আমাকে প্রদান ক'রেছে, এক্ষণে তার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন ক'রতে আমি সমর্থা হ'লেম। নাথ! এইরূপে আমাকে অতঃপর চিরদিন কাঁদাবে ব'লেই কি আমাকে এতটা তুমি বাড়িয়েছিলে? দয়াময়! এই কি তোমার দয়ার প্রকাশ—এই কি ও দয়াময় নামের সার্থকতা?

(গীত)

(ওহে) এই কি তুমি দয়াময়।
কহ কেমন বিচার তব, ওহে মহাশয়॥

চির-পদাশ্রিতা আমি যে তোমার,
তব অদর্শন সহে কি আমার,
কেমনে কহিলে, এ বর তাহারে দিলে,
দহিলে অন্তর্দাহে আমারে অনিবার ;—
বল হে শ্রীপতি, তুমি অগতির গতি,
এই কি মম প্রতি, বিচার তোমার হয় ॥

দীনবন্ধু! ধন্য তুমি,—ধন্য তোমার নিষ্ঠুর প্রাণ! প্রভু, এই জন্যই কি তুমি দয়া ক'রে এ কমলাকান্ত নাম ধারণ ক'রেছিলে? শ্রীকান্ত! একান্তই কি তুমি আমাকে কাঁদাবে? একান্তই কি তবে আমাকে অতঃপর কালাকলঙ্কিনী নাম ধ'রে মর্ত্ত্যে জন্ম নিতে হবে!

নারায়ণ। জন্ম নিতে হবে বটে, তা কিছু মিথ্যা নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কমলে! তুমি অকারণ এত ভীতা হচ্ছো কেন? সে কালা ত আমি ভিন্ন অন্য আর কেহই নয়। (সচকিতে) এ কি! ক্রন্দন কে করে?

(নেপথ্যে পৃথিবী।)—

(গীত)

কোথা হে কমলাপতি ওহে কমললোচন।
কত আর সহি দেব, আকুল যে অনুক্ষণ ॥
রক্ষা কর কৃপা করে, মরি যে দানব-ডরে,
পীড়িতা অসহ্য ভারে, কর হে ভার হরণ।
হয়ে তব আশ্রিতা আমি, কাঁদি হেন দিনযামী,
বল বল অন্তর্যামী, এ কি তব বিবেচন ;—
ধর্ম্মকর্ম্ম পুণ্য-ব্রত, সকলি হইল হত,
অনাচার অবিরত, কেমনে রহে সৃজন ॥

লক্ষ্মী। কার এ করুণবাণী শুনি অকস্মাৎ?
মেদিনী না কাঁদে? নাথ! নাথ! কে কাঁদিছে?
নারায়ণ। মেদিনীই কাঁদে।
লক্ষ্মী। কেন, কি হয়েছে তার?
নারায়ণ। ভারাক্রান্ত পাপভারে পৃষ্ঠ বসুধার।
হের ধায় দেবগণ সহ বসুন্ধরা
ক্ষীরোদ-কূলেতে অই মম উদ্দেশেতে,
উচিত না হেথা আর থাকা ক্ষণকাল।
ভারাক্রান্তা মেদিনীর ঘুচাইতে ভার,
পদ্মযোনি করিছেন আহ্বান আমায়;
চল প্রিয়ে! চল যাই আশ্বাসিতে সবে।
হের দেখ, সর্ব্বসূত্র—সর্ব্ব কর্ম্মডোর
এক ঠাঁই মিলিছে আসিয়ে ক্রমে ক্রমে!
অকারণ না কর চিন্তন চিতে আর,
উদ্দেশ্য আমার শুভ বই অশুভ না
হবে কদাচন, বিশ্বাস রাখিও স্থির।
লক্ষ্মী। আছে সে বিশ্বাস চিরদিন স্থিরতর।
কিন্তু—কিন্তু ওহো নাথ মর্ত্ত্যের যন্ত্রণা
আর কত দিবে মোরে? এখনো স্মরণে
সেই ত্রেতার কাহিনী, গুণমণি! কাঁপি
প্রাণে প্রাণে; ধরি শ্রীচরণে, বলিও না
আর মোরে যাইতে তথায় পুনর্ব্বার।
নারায়ণ। অসম্ভব শুনি বাণী আজি লো তোমার!
আমি কর্ম্মচারী কার্য্যে বিধাতার, তুমি
শক্তি সে আমার, তোমা বিনা কোন্ কর্ম্ম
পারি লো সাধিতে আমি, বল প্রাণময়ি?
ত্যজ ভয়, হও লো নির্ভয়; পদাশ্রয়
দাও লো আশ্রিতে; শীঘ্র যাতে কার্য্যোদ্ধার

পারি করিবারে, উপায় করহ তার।
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু আর দুই অংশ মম,
কৃষ্ণ বলরাম নাম ধরিয়ে অচিরে,
লইবে জনম পুনঃ ধরণী-মাঝারে ;
রাধারূপা তুমিও সঙ্গেতে মম রবে
সঙ্গিনী লো, লক্ষ্মী বিনা নারায়ণ পারে
কি রহিতে ? বিশেষতঃ সাধ মম চিতে
চিরকাল, প্রকৃতি-রূপিণী শক্তিরূপা
যে রমণী, দেখাইতে প্রাধান্য তাহার
বিশ্ব মাঝে ; সে সাধ পূরাব আমি, এই
জন্মেতেই ! রাই রাজা, শ্যাম তার আজ্ঞা-
বহ দাস জগৎ দেখিবে,—শিখিবেক
জগৎ নারীর পূজা, শক্তি-পূজা মুক্তি-
প্রদায়িকা। কমলে লো ! চল চল চল,
না কর বিলম্ব আর, কাঁদে দেবগণ।

(গীত)

কমলে ! বিলম্ব আর করিতে না পারি।
চল দয়াময়ি প্রিয়ে ! চল চল ত্বরা করি ॥
কর লো কর শ্রবণ, কাঁদে ঐ দেবগণ,
ধরার করুণ ক্রন্দনে বিদরে প্রাণ আমারি ॥
হের শুন সঘনেতে, ডাকে সবে চারিভিতে,
চল লো চল ত্বরিতে চল লো প্রাণেশ্বরি !—
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ সবে, কর্ম্ম না করিতে হবে,
বৃথা ভয়ে ভীতা তবে, কেন লো কেন সুন্দরি ॥

চল লক্ষ্মি! আর এক মুহূর্ত্তকালও আমি স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি না। ভক্তই যে চিরদিন আমার প্রাণ, তা কি তুমি জান না, চঞ্চলে!– চল।

লক্ষ্মী। চলুন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ক্ষীরোদ-তীর।

(ব্রহ্মা, মহাদেব, ধর্ম্ম, পৃথিবী ও
অন্যান্য দেবতাগণ)

সকলে। (গীত)

জয় জয় জগবন্ধু জরাজন্মহারী।
গোলোক-বিহারী জয় জয় ভয়বারি॥
জ্যোতির্ম্ময় জয় জয় জগৎ-পালক।
জয় জয় জয়দাতা যশঃ-প্রদায়ক॥
কোথা ওহে দানবারি কমললোচন।
দর্পহারী দামোদর শ্রীমধুসূদন॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-যুক্ত চারি কর।
কোথা ওহে পীতাম্বর পূর্ণ পরাৎপর॥
জ্ঞানদাতা মোক্ষদাতা মুকুন্দ মুরারি।
কৌস্তুভ-ভূষণ কাল-কল্মষান্তকারী॥
পতিতপাবন প্রভো পাতকী-তারণ।
কোথা হে কমলাপতি অদ্য নিরঞ্জন॥

নৃসিংহ বামন রাম রামরূপধারী।
কোথা ওহে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-শরীরী॥
নিত্যানন্দ আনন্দদায়ক সর্ব্বেশ্বর।
খগেন্দ্র-বাহন শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর॥
উর দেব উর উর সম্মুখে সবার।
পুনঃ পাপভারেতে মজে যে ত্রিসংসার॥

(শূন্যবাণী।)

ত্যজ ভয় চিন্তা দূর কর দেবগণ।
অচিরে করিব পুনঃ দানব-দলন।
নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথ্বি যাহ স্বস্থানেতে।
শীঘ্রই জনম আমি নিতেছি তোমাতে

সকলে। জয় জয় জয় দেব, প্রণতি পদেতে।
কিবা ভয় আর তবে, তব প্রসাদেতে?

(প্রণাম।)

ব্রহ্মা। হে দেবগণ! আর তবে আমাদের চিন্তা কি? চল, শীঘ্র আমরা যে যার কার্য্যে গিয়ে প্রবৃত্ত হই? ঐ দেখ, লক্ষ্মী-নারায়ণ একত্রেই দেখ্তে দেখ্তে আমাদের সম্মুখে হ'লেন — জয়! — জয় জনার্দ্দন! — জয় মাতা কমলা! —

(লক্ষ্মী ও নারায়ণের আবির্ভাব।)

বরং বরেণ্যং বরদং বরপ্রদঞ্চ কারণম্।
কারণং সর্ব্বভূতানাং তেজোরূপং নমাম্যহম্।
মঙ্গলাং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্।
সমস্তমঙ্গলাধারং তেজোরূপং নমাম্যহম্

স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম।
নিরীহমবিতর্কাঞ্চ কৃপাধারং নমাম্যহম॥
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্মজ্যোতীরূপং সনাতনম।
সাকারঞ্চ নিরাকারং মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম॥

(প্রণাম)

মহাদেব। (স্তব)

হ্যনির্ব্বচনীয়ঞ্চ ব্যক্তমব্যক্তমেককং।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং লক্ষ্মীকান্তং নমাম্যহম॥
গুণত্রয়বিভাগায় রূপত্রয়ধরং পরম।
কলাংশাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে কিং জানন্তি পরেঃ পরম।
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্ববীজমবীজকং।
সর্ব্বান্তঃকরণস্থঞ্চ বিশ্বযোনিং নমাম্যহম॥

(প্রণাম)

ধর্ম্ম। নবীনং জলদশ্যামং পীতাম্বরধরং পরম।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং সুমনোহরম॥
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীজালমণ্ডিতম।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম॥
অমূল্যরত্নসারাণাং নানালঙ্কারভূষিতম।
অমূল্যরত্নরচিতকিরীট-মুকুটোজ্জ্বলম॥
পাদারবিন্দ-স্থিত-তনুং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম।
কৃপাং কুরু কৃপাধার কমলেশং নমাম্যহম॥

(প্রণাম)

মেদিনী। (স্তব)

দীননাথ দীনবন্ধু দয়ার সাগর।
দয়া কর দুঃখিনীরে দেব দামোদর
নিত্য সত্য নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত নির্গুণ।
ত্রাণ কর মেদিনীরে বিপদ-তারণ।

দুষ্টের দমন তুমি শিষ্টের পালন।
দুর্জ্জনের ভারে প্রভু যায় যে জীবন॥
তার প্রভু নিজগুণে অধীনী ধরারে।
তোমা বিনা কে তারিবে এ ঘোর দুস্তরে॥
তোমার মহিমা দেব অসীম বেদেতে।
গুণহীনা নারী আমি কি পারি বর্ণিতে
তুমি সর্ব্বমূলাধার সবার ঈশ্বর।
অনাদি অনন্ত তুমি তুমি পরাৎপর॥
বিপন্না মেদিনী প্রভু দুষ্টগণভারে।
নমি পদে ত্রাণ কর দীনা অধীনীরে॥

বিষ্ণু। পিতামহ! বৈষ্ণব-চূড়ামণি মহাযোগী মহাদেব। ধর্ম্মরাজ তোমরা স্ব স্ব আসনে উপবেশন কর। মেদিনী সহ তোমাদের এমন সময় এখানে আসবার কারণ কি?

ব্রহ্মা। সর্ব্বান্তর্যামী আপনার অবিদিত কি আছে? মেদিনী দুর্জ্জনগণের ভারে অত্যন্ত ক্লান্তা হয়ে আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন আপনি ভিন্ন মেদিনীর ভার লাঘব করিতে আর কে সক্ষম?

বিষ্ণু। কি! ধরাধামে আবার পাপের আধিপত্য বিস্তার হয়েছে? মেদিনি! বল, শীঘ্র বল, কোন দুর্জ্জনগণের ভারে তুমি এরূপে এত ক্লান্তা হয়েছ? আমি এই দণ্ডেই সমুচিত প্রতীকার তার করবো।

(গীত।)

বল, কার ভারে তুমি, হয়েছ ভারাক্রান্তা।
বল বল ত্বরা, বল আমারে ধরা,
কেন কেন হেন আজি অধীরা একান্তা॥
কোন্ দুর্জ্জন বল, জন্মিল তোমাতে,
কে করে তোমারে পীড়িত হেনমতে?

আনিব শাসনে, অবশ্য সে জনে,
যতই দর্প কেন, হোক্ না উচ্চ মাথা ॥
ভেবো না মেদিনী, ভেবো না অন্তরে,
অবশ্য দমিব, আমি সে পাপীরে,
মুছ নয়ন জল, হও গো শীতল,
অচিরে তব তল হবে শান্ত, মাতা ॥

মেদিনী। ভগবন্! ভগবদ্ভক্তি-বিহীন, সাধুগণের নিন্দাকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়্‌ছে। ধরায় প্রায় মানবগণ স্ব স্ব ধর্ম্মাচার-পরিভ্রষ্ট, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কর্ম্ম-বর্জ্জিত, বৈদিকধর্ম্মে শ্রদ্ধা-বিহীন হয়েছে। কত শত মহাপাতকী পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির পোষণ না ক'রে, অপোষ্য পোষণে তৎপর হয়েছে। মিথ্যাবাদী, গুরুনিন্দক, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা, স্থাপ্যধনাপহারী প্রভৃতি পাপাচারীর সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি হয়েছে যে, তাদের ভারে আমি নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর কোনমতেই সহ্য ক'র্‌তে পারি নে। বিশেষতঃ কংসাসুর নামে এক মহা দুর্বৃত্ত কৃষ্ণদ্বেষী ধরাধামে একাধিপত্য স্থাপন করেছে; তার রাজ্যে কাক মুখে কৃষ্ণশব্দ উচ্চারিত হয় না, কাক বাড়ী তুলসী-বৃক্ষটী অবধি নাই। যদি সেই দুরাচার রাজা শুনে যে, কেউ তুলসী-মালা গলায় দেয় কি কপালে তিলক পরে, তবে তার প্রাণদণ্ড না ক'রে ক্ষান্ত হয় না। কংসরাজ্যে ধর্ম্ম জড়সড় হয়ে আছেন।

বিষ্ণু। কি! পৃথিবীতে পাপের স্রোত আবার এত খরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে? বৎসে ধরণি! শান্ত হও, অচিরাৎ তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। আর অধিক দিন তোমাকে ভারাক্রান্তা থাকতে হবে না। সত্বরই আমি দুষ্টদিগকে দমন ক'রে তোমার ভার লাঘব ক'র্‌বো। দেবগণ! আমি সত্বরই ভূভার হরণ জন্য মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণ হব। তোমরা স্ব স্ব অংশক্রমে মর্ত্ত্যধামে

অবতীর্ণ হয়ে আমার সাহায্য ক'র্‌বে। পিতামহ! রতিদেবী শম্বরাসুর-গৃহে মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন, তুমি সেই মায়াবতীর পুত্র অনিরুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবে। ভারতী দেবী বাণ-কন্যা উষারূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন। কশ্যপ বসুদেব আর সুরমাতা অদিতি দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন, আমি তাঁদের পুত্ররূপে মথুরাধামে অবতীর্ণ হব। ভগবতী অংশরূপে জাম্ব-বাণ-কন্যা জাম্ববতীরূপে এবং ষড়ানন শাম্বরূপে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন। ধর্ম্মরাজ স্বীয় অংশে যুধিষ্ঠির, বায়ু ভীমসেন, ইন্দ্র অর্জ্জুন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্ব স্ব অংশে নকুল-সহদেব রূপে ভুবনে অবতীর্ণ হবেন। অগ্নি স্বীয় অংশে দ্রোণাচার্য্য শঙ্কর সেই দ্রোণাচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামারূপে অবতীর্ণ হবেন। কলি স্বীয় অংশে দুর্য্যোধন, সমুদ্র শান্তনু, বসু ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন। (লক্ষ্মীর প্রতি) আর প্রিয়তমে! তুমি ব্রজধামে বৃষভানু-রাজকন্যা রাধিকারূপে অবতীর্ণা হবে।

লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর! মথুরা ও ব্রজপুরী যে অনেক দূর, তুমি মথুরায় জন্মগ্রহণ ক'রে বাল্যলীলা সেখানেই শেষ ক'র্‌বে, আমি তত দীর্ঘকাল তোমাকে না দেখে কিরূপে থাক্‌বো?

বিষ্ণু। আমি মথুরায় জন্মগ্রহণ ক'র্‌বো বটে, কিন্তু বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয়ে নীত হয়ে সেখানে বর্দ্ধিত হব। বাল্য ও কৈশোর লীলা তোমার সঙ্গে একত্রেই অতিবাহিত ক'র্‌বো। দেবগণ তোমরা মেদিনীকে ল'য়ে স্বস্থানে গমন কর। আমি সত্বরেই মেদিনীর ভার লাঘব ক'র্‌বো।

[দেবগণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। শ্রীনিবাস! শ্রীচরণে অভাগিনীর এই প্রার্থনা যেন ভবধামে নরযোনি ধারণ ক'রে ক্ষণতরেও আপনাকে বিস্মৃত না হই। ধরাধামে জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে ধরাবাসিগণ আগে আপনাকে বিস্মৃত হয়, তাই এত দুর্গতি ভোগ করে; অভাগিনীর ভাগ্যেও যেন তাই না ঘটে। যখন দেহের সহিত প্রাণ

কায়ার সহিত ছায়া কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। করুণাময়! সেই-রূপ যেখানে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার সঙ্গে যেন কখনও বিচ্ছেদ না হয়। নাথ! অভাগিনীর এ বাসনা তোমাকে পূর্ণ ক'র্‌তে হবে।

(গীত)

(রেখো) রেখো বচন, রেখো গুণমণি।
যেন, তোমা হারা হয়ে থাকে না দুঃখিনী॥
কায়া সনে যথা, ছায়ার গমন হে,
বৃক্ষশাখে ফলপুঞ্জ যেমতি রহে,
তেমতি তুমি আমি, রহি দিন-যামী,
ক্ষণকাল যেন না হই একাকিনী।
শুনেছি ধরাধামে যারাই জন্ম লয়,
তারাই ক্রমশঃ তব নাম বিস্মৃত হয়,
সেই ধরায় যাব, না জানি কি হব,
পাছে বিস্মৃত হই তোমারে চিন্তামণি॥

বিষ্ণু। প্রিয়তমে! কবে আমি তোমার অনুমতি না পালন করেছি? কবে তোমার আশা পূর্ণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয়েছি? প্রাণাধিকে! সামান্যা রমণীর ন্যায় বৃথা বিলাপ করছো কেন? প্রাণেশ্বরি! আমরাই তো নিখিল জগতের আধারস্বরূপ। আধার ভিন্ন আধেয় কখনই থাক্‌তে পারে না। ফলের আধার ফুল, ফুলের আধার পল্লব, পল্লবের আধার স্কন্ধ, স্কন্ধের আধার বৃক্ষ, বৃক্ষের আধার মূল বৃক্ষ, মূল বৃক্ষের আধার অঙ্কুর, অঙ্কুরের আধার অষ্টি, অষ্টির আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার অনন্ত, অনন্তের আধার কূর্ম্ম, কূর্ম্মের আধার বায়ু, সেই বায়ুর আধার

আমি, আবার তুমিই আমার আধার। অতএব প্রিয়ে! তুমি সমূহ শক্তি মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী। প্রিয়তমে! যেমন দুধে ধবলতা, আগুনে দাহিকা শক্তি, জলে শৈত্যগুণ কখন বিচ্ছিন্ন হয় না, সেইরূপ আমাদেরও কখনও বিচ্ছেদ নাই। কমলে! তুমি বিচ্ছেদের জন্য আর বৃথা চিন্তা ক'রো না। আমিই কি তোমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তে পারি?

লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকান্ত। এত দয়া না হলেই বা লোকে দয়াময় ব'ল্‌বে কেন? ভক্তের প্রতি এত সদয় না হ'লে কি ত্রিভুবনের লোকে ভক্তাধীন ভক্তবৎসল বল্‌তো? দেব! চলুন এখন একটু বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ ক'রবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা। (স্বগত) মেদিনীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে জগন্নাথ নিজেই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। আমাদেরও অংশক্রমে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সহায়তা ক'র্‌তে হবে। কিন্তু সত্বর সত্বর কার্য্যোদ্ধার করা চাই। জরা-ব্যাধি-শোক-তাপ-পূর্ণ ধরণীতে অধিক দিন থাকা বড়ই ক্লেশকর, যাতে সত্বর ধরণী হতে পুনরাগমন কর্‌তে পারি, অগ্রে তার উপায় চিন্তা করা উচিত। পাপ পূর্ণমাত্রায় না আচরিত হলে পাপাচারীর পতন হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কলির অংশজাত দুর্ব্বৃত্ত কংসাসুরের পাপভারে মেদিনী কম্পিতা; যাতে পাপাত্মা আরও পাপাচারী হয়, তাই করা আবশ্যক, তা হ'লেই তার সত্বর পতন ও আমাদেরও স্বর্গে পুনরাগমন হবে। এ সব কর্ম্মে নারদ ভিন্ন অন্য কেহ

সক্ষম নয়, সেই জন্যই নারদকে আহ্বান করেছি। ঐ যে বীণাযোগে হরিগুণ গান কর্‌তে কর্‌তে নারদ আস্‌ছে। নারদ বড় কৃষ্ণভক্ত, নিয়তই কৃষ্ণনামামৃত পানে উল্লাসিত হৃদয়ে ঢেঁকি-বাহনে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করছে।

(নারদের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা হে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু দানবারি।
ভবভয়-হারী হরি, দেব মুকুন্দ মুরারি॥
পতিত-জন-তারণ কোথা ওহে নারায়ণ,
নরোত্তম নিরঞ্জন, নমো নমো গিরিধারী॥
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তাধীন জগদ্‌গুরু,
কাতরে করুণা কুরু, কেশব কেশি-সংহারী;—
শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত সখা, সৃজন পালক বাঁকা,
চরণে চরণ রাখা, রাকাশশী রিষ্টিহারী॥

নারদ। পিতঃ! অভিবাদন করি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ অধমের মন-মধুকর কৃষ্ণ-পাদপদ্মের মধুপান ক'র্‌তে পেয়ে নিয়ত কৃষ্ণগুণ গানে পুলকিত মনে কালহরণ ক'র্‌তে পারে।

ব্রহ্মা। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্‌। তোমার মতি যদি কৃষ্ণপদে না থাক্‌বে, তবে থাক্‌বে কার?

নারদ। পিতঃ! এখন কি নিমিত্ত আহ্বান ক'রেছেন? কি কি কর্‌তে হবে অনুমতি করুন। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে জন্ম সফল জ্ঞান করি।

ব্রহ্মা। বৎস নারদ! তোমার অগোচর কিছুই নাই। মেদিনী পাপীগণের ভারে নিতান্ত ভারাক্রান্তা হয়ে জগন্নিয়ন্তার চরণে

নিজের দুঃখ জ্ঞাপন করেন। মেদিনীর দুঃখ হরণ জন্য জগদ্ভারহারী নিজে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হবেন। আমাদেরও তাঁর সাহায্য জন্য অংশক্রমে ধরাধামে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে। বৎস! পৃথিবীতে অবস্থান করা বড়ই কষ্টকর, তাই যাতে সত্বর কার্য্যোদ্ধার ক'রে স্বর্গে পুনরাগমন ক'র্‌তে পারি, তার একটা উপায় তোমাকে ক'র্‌তে হবে।

নারদ। পিতঃ! এ দাসকে কি ক'রতে হবে, অনুমতি করুন। কি ক'রলে আপনারা সত্বর পুনরাগমন ক'র্‌তে পারেন, তা বলুন, আমি এখনই প্রস্তুত।

ব্রহ্মা। বৎস! বর্ত্তমান সময়ে কলির অংশজাত কংসাসুর মর্ত্ত্যধামে একাধিপত্য বিস্তার ক'রে পাপসাগরে আনন্দে ক্রীড়া ক'র্‌ছে, সেই পাপাত্মা ও তার সহচরগণের ভারেই বসুমতী কাতরা, যাতে সত্বর সেই দুর্ব্বৃত্ত ধ্বংসপথের পথিক হয়, তোমাকে তার উপায় ক'র্‌তে হবে।

নারদ। পিতঃ! পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বিধাতঃ! আমাকে কি এই জন্যেই সৃষ্টি ক'রেছিলেন? নিন্দনীয় কার্য্যোদ্ধারই কি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? পৃথিবীবাসীরা ঝগড়া হবে বলে আশঙ্কায় কেউ আমার নাম করে না, তারা প্রায়ই আমায় কুন্দুলে ঠাকুর ব'লে ডাকে। সকলেই উত্তম উত্তম ভূষণ বাহন কিনেন আমার ভাগ্যে কি না ঢেঁকি।

(গীত)

কব কাহারে, এ মনোবেদনা। (কহ পিতঃ)
জগতে 'কুন্দুলে' বই, কেউ যে ডাকে না॥
এই হেতু সৃজন কি, করিলে আমারে বিধি,
আর যে ঘৃণাতে আমি, বাঁচি না বাঁচি না॥

ভাল বিধি তোমার, নাহি কার্য্য হে আর,
এই কি উচিত ভার, করো বিবেচনা ?—
ক্ষমা করো পিতা মোরে, এ কার্য্যে না মন সরে,
কোন্ ফল সাধ কোরে, এ গালি খাই বলো না ॥

সবারই একটা একটা রাজ্য আছে না হয় কিছু না কিছু বিত্ত-সম্পত্তিও আছে, অন্ততঃ দাঁড়াবার একটু স্থান আছেই, আমার পক্ষে "নস্থানং তিলধারণং"।

ব্রহ্মা। নারদ! বৈষ্ণবচূড়ামণি! তোমার অভাব কিসের? তুমি যে ধনে ধনী, তার কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর মণি-মুক্তা-রত্নাদি কি ধন? দেবগণ যখনই যে বিপদে পড়েন, তোমার কৌশল-জাল ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা-গুণেই সব বিপদ হ'তে উদ্ধার পান। দেবগণের উপকারের জন্য তুমি যে কার্য্য কর, তা কি নিন্দিত? কখনই নয়।

নারদ। দেব! দেবী শ্রী ও ভগবান্ শ্রীপতি উভয়ে মর্ত্ত্যধামে কোন্ স্থানে কোন্ ভাগ্যধরের কুল উজ্জ্বল ক'র্‌বেন?

ব্রহ্মা। সুর-পিতা কশ্যপ বসুদেব ও সুর-মাতা দেবী অদিতি দেবকী-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। তাঁদের পুত্ররূপে জগন্নাথ এবং গোকুলে বৃষভানু রাজার কন্যারূপে লক্ষ্মীদেবী অবতীর্ণ হবেন। নারদ! তুমি আর বিলম্ব ক'রো না; যাও, যে উপায়েই হোক্ দুরাচার কংসকে আরও পাপাচারী হবার মন্ত্রণা দিয়ে সত্বর পতনের পথ উন্মুক্ত ক'রে দাও গে।

নারদ। যে আজ্ঞা প্রভো, আমি চল্লেম। [ব্রহ্মার প্রস্থান। (স্বগতঃ) যখনই বিপদ, তখনই নারদ। নারদের আদর কেবল এই বেলা, অন্য সময় নারদ আছে কি না, তার খোঁজ-খবরও কেউ ল'ন না। মন! একবার হরিপদ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে হরির কার্য্যের জন্য মর্ত্ত্যধামে চল। কংস ব্যাটার বড় বাড়ই বেড়েছে। সে যে পাপের স্রোতে গা ঢেলেই দিয়েছে, তাতে

যদি নারদের মন্ত্রণা-পবন সংযোগ হয়, তবে পতন-সমুদ্রে নিমগ্ন হতে আর বড় দেরী হবে না। বীণে! নীরবে কেন, এক-বার হরিগুণগানে মন মাতাও।

[গাহিতে গাহিতে নারদের প্রস্থান।

(গীত)

সদা শ্রীহরি শ্রীহরি বল মন।
কি আছে শ্রীহরি বিনা, মাঝে এ ত্রিভুবন ॥
হরি মাত্র গতি মুক্তি, রাখ হরিপদে ভক্তি,
যা কিছু জীবের শক্তি, হরিভক্তি মূল ধন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লক্ষ্য অনুক্ষণ ;—
মোক্ষ সাধ থাকে চিতে, মজ শ্রীহরি নামেতে,
কি আছে এ জীবনেতে অপর অবলম্বন ?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কংস-কারাগার।

(বন্ধনাবস্থায় দেবকী ও বসুদেব।)

দেবকী। (কাতর স্বরে) অহো হো! আর তো সহ্য হয় না। ফেটে গেল, পাষাণ চাপনে বক্ষঃস্থল ফেটে গেল। উঃ! প্রাণ কি কঠিন, এত কষ্টেও বেরোয় না। হাঁরে কঠিন প্রাণ! আর কি সুখে এ দেহে আছিস্? ভগবান্! তোমায় সকলে দয়াময় বলে, তুমি জগজ্জীবের বাসনা পূর্ণ কর ব'লে লোকে তোমায় বাসনা-ফলপ্রদ বলে। দয়াময়! দাসীর আর কোন

বাসনা নাই, দয়া করে দুঃখিনীর দেহ প্রাণশূন্য কর; তা হলেই আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়।

বসুদেব। দেবকি! আর বিলাপ করো না। বৃথা বিলাপে ফল কি? কপালের ফল কিছুতেই খণ্ডন হয় না। আমরা আর জন্মে কত মহাপাতক করেছিলাম, এ জন্মে তার ফল ভোগ ক'র্‌ছি। আর সহ্য হয় না, একে এই বন্ধনের দারুণ যাতনা, তার উপর তোমার হৃদয়-বিদারক বিলাপ আর সহ্য ক'র্‌তে পারি নে। হা ঈশ্বর! আমার ভাগ্যে কি এত ছিল?

দেবকী। নাথ! আমি বিলাপ কর্‌বো না, তবে আর কে বিলাপ কর্‌বে? আমার মত হতভাগিনী এ ধরাধামে আর কে আছে? হায়! আমার ন্যায় পৃথিবীতে আর কোন্ রমণী রাজনন্দিনী হয়ে কারাগারবাসিনী হ'য়েছে? কেহ বা পুত্র প্রসব ক'রে চক্ষের সম্মুখে সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ বধ দর্শন করেছে? আমার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, নতুবা শতধা বিদীর্ণ হ'ত। আহা! একটী নয়, দু'টী নয়, একে একে সাতটী সন্তান দুরাচার কংস আমার সম্মুখেই স্বহস্তে নিধন কর্‌লে, আর আমি মহা পাপিনী তা দেখেও জীবনধারণ করে আছি। উঃ! আর সহ্য হয় না। হায় হায়! না জানি আমি আর জন্মে কত পুত্রবতী নারীর কোল শূন্য করেছিলাম, তাই আমার ভাগ্যে এত কষ্ট। হা রে দুর্বৃত্ত দুরাচার দয়ামায়াহীন নরপিশাচ কংস! তোর আজও পতন হলো না? আহা! পোড়া বিধাতার কি অবিচার, এমন মহাপাতকী দস্যুর হস্তেও রাজ্যভার। মঙ্গলময়! এমন দুরাচারেরও মঙ্গল হয়? পোড়া বিধি। এই কি তোমার বিধি?

(গীত)

বিধি এই কি তোমার সুবিচার।
কোন্ দোষে দোষিণী দাসী বল না পদে তোমার॥

আজীবন কেঁদে মরি, তোমার ও নাম স্মরি,
হয় না কি দয়া হরি, ওহে ভব-কর্ণধার ॥
অথবা তব দোষ কি, আমি প্রকৃত পাতকী,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মে ভুঞ্জি এ যন্ত্রণা-ভার ;—
কর দয়া দয়াময়, দেহ হে পদে আশ্রয়,
নিজগুণে দাও অভয়, হরো এ চিন্তা দুর্ব্বার ॥

বসু। প্রিয়তমে! বিধাতার বৃথা নিন্দা ক'র্‌ছো কেন? বিধাতার দোষ কি? সবাই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। দুরাচার কংসকে এ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর্‌তেই হবে। দুরাচারের ধ্বংসের আর বেশী বিলম্ব নাই।

দেবকী। (শ্বাসরুদ্ধ স্বরে) উঃ! মলেম, মলেম! নিশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছিনে। গুরুভার শিলার চাপনে নিশ্বাস রোধ হবার উপক্রম হয়েছে। পবন! অভাগিনীর নিশ্বাস রোধ কর। আঃ!—উঃ!

বসু। এ কি, কঠিন পাষাণের চাপে দেবক-রাজদুহিতার জীব-লীলা শেষ হ'ল না কি? হায় হায়! অভাগিনীর ভাগ্যে শেষে এই ছিল? (নাসিকায় হস্ত দান) না না, দেহ প্রাণশূন্য হয় নি। এ কষ্টে প্রাণ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল; কিন্তু দুঃখীর ভাগ্যে তা হবে কেন? আহা! একে পূর্ণগর্ভা আসন্ন-প্রসবা, তার উপর এই, কি জানি কি অত্যাহিত ঘট্‌বে।

(গীত)

না জানি, কি ঘটে আরো বা কপালে।
কি পাপে এ তাপ, বিধি, বিধান করিলে ভালে ॥
একমাত্র সুখ, আশা প্রিয়ার সহিত বাস,—
দরশন অনুক্ষণ, সে আশেও হই নৈরাশ,

প্রিয়া মোরে ফাঁকি দিবে, বুঝি আর না রহিবে,
(হায় হায়) অভাগী জুড়াবে, কিন্তু,
আমি যে মরিব জ্বালে ॥
উঠ প্রিয়ে, উঠ উঠ, ত্যজি ধরাসন,
একবার কথা কও তুলিয়ে চন্দ্রবদন,
কত আর সহিতে পারি, বল না লো প্রাণেশ্বরি,
এক আশে প্রাণ ধরি, তাহে বা কেন বঞ্চন ? —
তোমার ভ্রাতার করে তুমি তো পাবে নিস্তার,
কিন্তু প্রিয়ে বল বল কি গতি হবে আমার,
কও কথা কথা রাখ, বারেক আঁখি তুলে দেখ,
জ্বলি ওলো প্রাণাধিকে দেখ না কি মনানলে ॥

(জনৈক কারারক্ষার প্রবেশ)

কা, র। আঃ, জ্বালাতন করলে। চুপ কর, চুপ কর, আর রাত নাই, এখনই না হয় একটু চুপ কর। মনে ক'রেছিলুম রাত শেষ হ'লো, এখন ব'সে ব'সে একটু ঘুমাই, তা তোমাদের জ্বালায় সে যোটী নেই। কারাগারে পাহারা দিতে দিতে বুড়ো হ'তে চল্লেম, আমার বাবার জন্মেও এমন কয়েদই দেখিনি। বাবা রে বাবা! কেবল দয়াময় দয়াময় করছে, রাত নেই, দিন নেই, সময় নেই, অসময় নেই, কেবল সারা দিন-রাতই দয়াময় দয়াময় করে কাঁদছে, কৈ, তোমাদের দয়াময় এসে হাতের বন্ধন খুলে দিয়ে যাক্ না? এ বাবা বড় সহজ নয়, এ কংস রাজার রাজ্য। তার কাছে দয়াময় ফয়াময় কিছুই খাটে না। (উচ্চৈঃস্বরে) হাঁ রে মেধো, —

নেপথ্যে। কি রে শালা।

কা, র। দূর শালা, এই দিকে আয় না।

(গাঁজা টিপিতে টিপিতে দ্বিতীয় কারারক্ষীর প্রবেশ)

১ম কা, র। ও কি রে;—

২য় কা, র। আর ভাই কেন বলিস্। ভাঙে নেশা ধর্‌লো না, তা একটু গাঁজা তৈয়ের কর্‌ছি! বাবা, খাটুনি তো বড় কম নয়।

১ম, কা র। তা বেশ কর্‌ছিস্ কর, ভাল করে তৈয়ের কর। খাটুনীর কথা আর কেন বল্‌ছিস্ ভাই, তোরা তবু এক আছিস্ ভাল, আমার ভাই রাতদিন জেগে কাণ পেতে থাক্‌তে হয়, কখন্ ওয়াঁ ওয়াঁ শব্দ হয়।

২য় কা, র। সে কি রে?

১ম কা, র। দেবক রাজকে চিন্‌তিস্?

২য় কা, র। হাঁ, তাঁকে আবার কে না চেনে? আমি তাঁর সময়ের লোক। রাজা বড় ভালমানুষ ছিল রে, তাঁর সময়ে আমাদের বড় সুখ ছিল, এত খাটুনি ছিল না। রাত জেগে পাহারা দিতে হ'ত না, এত কড়াকড়ি ছিল না। আর পালপার্ব্বণে বেশ দু'পয়সা বক্‌সীস্ পেতেম। তিনি লোকজনদের আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন।

১ম কা, র। সেই রাজার মেয়ে এই কারাগারে আছে কি না, তার আবার ছেলেপুলে হবে, যেই সন্তান মাটীতে পড়্‌বে, অমনি রাজাকে খবর দিতে হবে, একটু দেরী হলে আর রক্ষা নাই।

২য় কা, র। আহা! এ ভাই রাজার ভারি অন্যায়। বুড়ো রাজার কথা মনে হ'লে আমার চোকে জল আসে। ধর্ম্ম কি এত সইবেন?

১ম কা, র। কে জানে ভাই, ধর্ম্ম সইবে কি না, এখন আমরা সইতে পারিনি, তার কি। তুই চল, ওদিকে বসে গাঁজা ছিলিমটা খেয়ে শরীরটে একটু চম্‌চমে করে নি। এখন এরা একটু চুপ করে আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবকী। কৈ, কোথায় গেলে? প্রভো! দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে? আহা, কি মনোহর রূপ, কি সুমধুর স্বর। দয়াময়! যদি দয়া করলে, তবে নিদয় হলে কেন?

বসু। কি প্রিয়তমে! কি প্রলাপ বকছ? এ কি, দেবকী হঠাৎ প্রলাপ বক্‌ছে কেন? প্রিয়তমে দেবকরাজদুহিতা! তোমার কি হয়েছে?

দেবকী। নাথ! আমি প্রলাপ বল্‌ছি না, আমি সত্যই বল্‌ছি। আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলেম যেন একটী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক মাথায় ময়ূরপাখার চূড়া, হাতে বাঁশী, আমার বুকে শুয়ে আমার স্তন্যপান কর্‌ছে আর বল্‌ছে "মা! আমি নারায়ণ, তোমার কাছে এলেম, তোমার আর ভয় নাই। দুরাচার কংস আমার হাতে নিধন হবে।" আহা, প্রাণেশ্বর! সে কি সুন্দর মূর্ত্তি; অমন মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নেই। আহা, সেই মা শব্দ এখনও কাণে লেগে রয়েছে, আহা! কি সুমধুর স্বর।

বসু। দেবকি! শেষ রাত্রির স্বপ্ন প্রায়ই মিথ্যে হয় না। আহা! আমাদের কি সে সৌভাগ্য হবে, ভগবান্ আমাদের সন্তান হবেন?

দেবকী। মন, এ দুরাশা কেন?

(গীত)

ত্যজ মন, কেন এ দুরাশা অন্তরে?
দুঃখিনী আমার গর্ভে, জন্মিবেন হরি সংসারে॥
হবার যা নয় তা কি কখন হইয়ে থাকে,
কেন রে বিকল প্রাণ তুমি এ স্বপন দেখে,
জগৎজনক যিনি, জন্মিবেন গর্ভে তিনি,
তাও আবার আমি দুঃখিনী, ধরিব গর্ভেতে তাঁরে॥

(শূন্যবাণী)

শুনহ দেবকী, চিতে রাখ এ বিশ্বাস।
অবশ্য গর্ভেতে তব, জন্মিবে পীতবাস॥

দেবকী। এ কি! এ কি দৈববাণী? নাথ! শুন্‌লে?

বসুদেব। হাঁ, শুন্‌লুম! নিশ্চয়ই তবে দেবতা আমাদের প্রতি সদয়

দেবকী। কিন্তু—কিন্তু কে জানে, আমার যে তবু এখনও কেমন বিশ্বাস কোত্তে ইচ্ছা হোচ্ছে না! নাথ—আঁ!—আমি ত উন্মাদগ্রস্ত হলুম না?

(শূন্যবাণী)

মিথ্যা নহে, পুনঃ কহি, তোমারে দেবকী;
জন্মিব ভূতলে আমি তব গর্ভে থাকি॥
ঐ দেখ চেয়ে দেবী সম্মুখে তোমার!
রাধাকৃষ্ণ যুগল মুরতি চমৎকার॥
কৃষ্ণ নাম রাখিও, কষ্ট না আর রবে।
সঞ্জীবনী সুধা কৃষ্ণনাম হবে ভবে॥
রাধারূপে আধা হয়ে লইব জনম।
দেখাব মর্ত্ত্যেতে প্রেমলীলার চরম॥ (রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ

উভয়ে। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক) জয় জয় রাধাকান্ত! জয় জয় জয় রাধা সতী!

(গীত)

আহা মরি কি হেরি কি হেরি।
জিনি নবঘন শ্যাম, কি সুন্দর মুরতি হরি॥
জিনি স্থিরা সৌদামিনী, বামে রাধিকা মোহিনী,
শিরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া করে মোহন বাঁশরী॥
গলে দোলে বনমালা, অধরে হাসিমা ঢালা,
নয়নে অঞ্জন গোলা, (কিবা) আঁখি ঠারাঠারি;—
পূর্ণ প্রেমভাব হৃদে, ভাসে দুঁহু প্রেমহ্রদে,
কোটি কোটি প্রণতি পদে, রেখো পদে কৃপা করি॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য রাজ-সভা।

(কংস ও নারদ)

কংস। আশ্চর্য্য তোমার কথা হে নারদ।
মম শত্রু,
নন্দালয়ে হ'তেছে পালিত?
কেমনে এ কারাগার হতে,
পাইল নিস্কৃতি প্রাণে—
গেল পলাইয়ে?
সেই কন্যা প্রসূত হইল হেথা শুনি,
বধিতে তাহারে,
যাইলাম আমি ত্বরান্বিত;
নহেক সেই দুহিতা দেবকীর—
অষ্টম গর্ভের শিশু?

নারদ। নহেক নিশ্চিত!
অষ্টম গর্ভেতে জন্মে একটী কুমার
দেবকীর,
প্রসূত হইবামাত্র লইয়া তাহারে,
নিশিযোগে,
রাখি আসে বসুদেব—তব ভগ্নীপতি,
গোকুলে নন্দের গৃহে।

কংস। অতীব আশ্চর্য্য এ কাহিনী!
চারিধারে সতর্ক প্রহরী যথা,
ডরে
পবন সঞ্চরে যে কারায়,
সেই লৌহ-কারাগার হ'তে
নিশিতে পলাল বন্দী যেই
সহিত সন্তান?
এও কি বিশ্বাসযোগ্য বাণী?
কহ মুনি!
এও কি সম্ভব কভু হয়?

নারদ। সম্ভব নয় বা কিসে, মহারাজ!
মিথ্যা কথা
কহি কি কখন আমি জানিয়াছ?
দৈব ক্ষমতায়,
ত্রিকাল দর্শন আমি করি চিরকাল,
জান না কি লোকপতি?
শুন নিশ্চিত ভারতী যাহা!—

কংস। ভাল, কহ কি কহিবে, তপোধন!
করিব শ্রবণ একমনে।

নারদ। শুন!—
হবে যদি সামান্যই সেই ক্ষুদ্র শিশু,
কেমনে তোমার শত্রু হয় সে, ধীমান্?—
সামান্য কি কর বিবেচনা তায়?

কংস। কভু নহে।

নারদ। যেমনি জন্মিল সেই শিশু ভয়ঙ্কর,
অমনি হইল শূন্যবাণী,
"বসুদেব, রাখি এস এই শিশু
[illegible]

এই নিশিযোগে,
নিরাপদ রহিবে যদ্যপি।"
কহিলেক বসুদেব তবে,
"কেমনে যাইব প্রভু আমি, নন্দালয়ে
বন্দী আমি আছি যে হেথায় ?"
পুনশ্চ আকাশ-বাণী তায়,
"নিশ্চয় হইয়া যাও কারামুক্ত হয়ে,
মূর্চ্ছিত দ্বারেতে দ্বারী—দেবের লীলায়,—
কেহ নাহি রোধিবে তোমারে তথা !"
নিঃসন্দেহে বসুদেব
যাইল নন্দের গৃহে তবে,
রাখিল সে কুমারে তথায় নিরাপদে ;
পরিবর্ত্তে আপন সন্তানে
হেথা আনিল হরিয়ে—
সেই কন্যাটীরে,
মারিতে যাহারে তুমি হইলে প্রস্তুত,
হয়ে হস্তচ্যুত, গেল পর্ব্বত-উপরে চলে,
আঘাত মাত্রেতে।

কংস। ওহো! ওহো! ঠিক বটে - ঠিক এই বাণী!
হতেছে স্মরণ এবে মম,
কয়েছিল সেই কন্যা মোরে,
সেই আঘাতকালেতে,
"মিথ্যা মোরে হত্যা চেষ্টা করহ রাজন্ তুমি,
নহি আমি শত্রু তো তোমার,
বাড়িছে তোমার শত্রু গোকুলে জানিবে।"
কি ভীষণ! কি ভীষণ দৈবের ঘটন, তপোধন!
এত চেষ্টাতেও শত্রু না হয় নিধন ?

নারদ। অচিন্ত্য দেবের লীলা—দৈবের ঘটন।

কংস। ওহো জ্বালা !—জ্বালা !—বড় জ্বালা ! —
বৃশ্চিক-দংশন !
হে মহর্ষে ! দয়াবশে যদি তব হলো আগমন,
কহ তবে করিয়া চিন্তন
কি উপায় হয় বা এখন তবে ?
পাব না কি করলে সে দুর্জ্জন অরিরে আমি আর ?
হব না কি নিশ্চিন্ত আমি, হে মতিমান্ ?
করহ কীর্ত্তন প্রভো !

(গীত)

কহ—কহ মুনিবর, উপায় সত্বর।
কেমনে নিধন আমি করি সে অরি—ভয়ঙ্কর ?
আর যে এ মনানলে দহিতে না পারি,
কি উপায় কহ হায় ; হয় বা আমারি ?
জীবিত জীবনের বৈরি, কি উপায় কহ তারি,
উহু উহু মরি মরি, ভেবে তনু জরজর।

কহ ঋষি ! কি হয় উপায় !
নাহি কি উপায় কিছু এর ?

নারদ। আছে একটা উপায়।

কংস। কি উপায় সেই ?

নারদ। করহ শ্রবণ,—
কর এক যজ্ঞ আয়োজন,
কর নিমন্ত্রণ তাহে,
সেই কৃষ্ণরূপী দুর্জ্জয় অরিরে তব ;
পরে,

করো নিধন তাহায়,
পেয়ে আত্মবশে!
প্রমত্ত মাতঙ্গ রাখ দুয়ারে দুয়ারে,
রাখ দৈত্য অনুচর সব প্রচ্ছন্ন করিয়ে চারিধারে
কিবা ভয়,
অচিরে অভয় হবে বধিয়ে তাহায়।

কংস। প্রণিপাত তোমায়, হে ঋষে!
তোমার আশীষে,
নিশ্চয় বধিব তারে এইবারে আমি,—
অতীব সুযুক্তি এই গণি তপোধন!

(গীত)

(ওহে) অতীব সুযুক্তি এই গণি তপোধন।
দেখি হয় কি না হয় সেই, এবারে নিধন॥
কেমনে বাঁচিয়া যাবে, এবারে নিস্তার সে পাবে,
এবারে সে নিশ্চিত যাবে, শমন-ভবন॥
দেহ দেহ পদধূলি, করি প্রভু কৃতাঞ্জলি,
এবার নিশ্চিত কালী, দিবেন দাসে শ্রীচরণ;—
কি ছার কৃষ্ণ এবার, নিশ্চয় নাহি নিস্তার,
হোক্ না সম বিধাতার, তবু (তার) বধিব জীবন॥

আপনি উত্তম যুক্তি ব'লেছেন। ভাল, সত্বরই তবে আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌বো। আপনাকেই দয়া ক'রে এ যজ্ঞের সংবাদ গোকুলে দিয়ে আস্‌তে হবে।

নারদ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! আজ্ঞা করেন ত আজিই আমি যাত্রা

কংস। এই দণ্ডেই।

নারদ। উত্তম। আমি স্বীকৃত। এই দণ্ডেই আমি রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনে গমন ক'র্‌বো।

কংস। এই দণ্ডেই যাবেন ?

নারদ। আজ্ঞা হলে, এই দণ্ডেই যাব।

কংস। তবে আসুন।

নারদ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।—রাধাকুণ্ড।

(বংশী হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বস্ত্র হরি গোপবালিকার,
করি পার, হইয়া কাণ্ডারী, যমুনার ঘাটে সবে,
প্রেমলীলা,
চূড়ান্ত করিনু সমাধান ;
এবে প্রাণ চাহে নব-লীলা—
রাই-রাজা দেখাব জগতে।
রাই ! রাই !—কোথা রাই আমার ?—

(রাধিকার প্রবেশ)

ঐ আসে রাধিকা সুন্দরী। এখনি কহিবে আসি,
"প্রাণনাথ!—হৃদয়বল্লভ!—
কেন ডাক হেন বার বার?
বসে থাকি গুরুজন-মাঝে,
কিম্বা রহি রত কর্ম্মে—
গৃহস্থালী,
তোমার মুরলীধ্বনি প্রবেশে শ্রবণে
অমনি বিরহ প্রাণে উঠে যে জাগিয়া—
তোমার দর্শনে মনঃহয় ব্যাকুলিত।
কত জনে কত কথা কয়,
কত প্রাণে সয়?—
গুরু গঞ্জনায়,
আর যে বাঁচে না প্রাণ!
নাহি জানি কি আছে বিধির মনে,
চরমে কি গতি মোর হবে,
কলঙ্কিনী নাম কি কিনিব অতঃপর?"
আহা! সত্য বটে সেই কথা,
বড় ব্যথা পায় বালা আমার কারণ?
কিন্তু, হায়!
মোহিত মায়ায় না কি শ্রীরাধা এক্ষণে,
তাই ব্যথা প্রাণে শুনি এই বাণী,
নহে,
জ্ঞানের চক্ষেতে, স্মৃতির নেত্রেতে যদি করে নিরীক্ষণ,
কিঞ্চিৎ বেদনা তার রয় কি অন্তরে?

(প্রকাশ্যে)

শ্রীরাধে! এত বিলম্ব কি ক'র্‌তে হয়? আর আমি তোমার বিরহ কি ক্ষণকাল সহ্য ক'র্‌তে পারি? প্যারি! এই কি তোমার ভালবাসা?

(গীত)

প্যারি! এই কি তোমার বিবেচনা?
তব অদর্শনে, বাঁচি কিসে প্রাণে,
বুঝে মনে তুমি আপনি বল না।
পলে যুগ জ্ঞান হয় যে অন্তরে,
পার না কি তুমি তাহা বুঝিবারে,
যদি দয়া ক'রে, বাস ভাল মোরে,
তবে আঁখি-নীরে কেন এ ভাসানা?

রাধিকা। হরি! তোমার লীলা যে আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তুমি এ কি আমাকে ব'ল্‌ছো? আমি কি এক দণ্ডকাল তোমার তরে সুস্থির আছি? তুমি বিবেচনা ক'রে শয়নে, স্বপনে, উত্থানে, উপবেশনে, দিনরাত্রিই যে তুমি আমার অন্তরে অন্তরে বিরাজ ক'র্‌ছো। হরি! আমি কি বহিশ্চক্ষে আর কি মানসচক্ষে, অনুক্ষণ যে কেবল তোমাকেই দর্শন ক'র্‌ছি। দেখ, কুলের বধূ, গুরুজনের মাঝে, দশটা সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু যেই তোমার মধুর মুরলী একবার আমার নাম ধরে বেজে ওঠে, আর অম্‌নি আমি ব্যাকুল হ'য়ে অন্তঃপুর থেকে যেমন ক'রে পারি, বেরিয়ে আসি; এতেও তোমার মন ওঠে না, কালাচাঁদ! এত দিনে আমি সমস্ত বুঝ্‌লেম যে যে কালো, তার অন্তর বাহির সমস্তই কালো, ভাল তার কোন খানেই একটু নেই।

(গীত)

(ওহে) বুঝেছি তোমার মনের গতি কালাচাঁদ।

ভাল, অবলা বধিতে, অবলায় মজাতে,

(তুমি) পেতেছ ব্রজেতে মোহন ফাঁদ ॥

সদা মনে সন্ধ তোমার, মন্দ বই জাননাকো আর,

এই কি হে উচিত ব্যভার, এখন কেন এ পরমাদ ?

কৃষ্ণ! তোমার অন্তরের অন্তরে এত সন্দেহ ? ছিঃ!

কৃষ্ণ। সন্দেহ কি দেখ্‌লে, রাই ?

রাধিকা। তা না হ'লে কি এমনটা কখন ব'ল্‌তে পারতে ? কেমন ক'রে ব'ল্‌লে বল দেখি যে, কেন এত বিলম্ব হলো ? আর কত ঘন ঘন দর্শন চাও ? চাও কি যে, দিনরাত্রিই তোমার এই কাছটীতে ব'সে দাঁড়িয়ে থাকি, আর কোথাও যাব না ?

শ্রীকৃষ্ণ। যদি তাই সত্যি চাই, তা সেটা কি অন্যায় ? রাই! রাই! তুমি বই এ সংসারে কে আমার আর আছে বল দেখি ?

জান না কি এক দণ্ড নাহি যদি হেরি।
কিছুতেই পরাণ আর ধরিতে না পারি ॥
প্যারীর অভাবে শ্যাম স্বভাবে অভাবে।
জান না কি বিধুমুখি তুমি লো এ ভবে ?
শ্রীহীন হ'য়েছে অঙ্গ ঔদাস্য অন্তরে।
চিন্তাযুক্ত জান না কি কত আমি ওরে ?
শশীর অভাবে নিশা যেইমত হয়।
জলজবিহীন অলি যেইরূপ রয় ॥
সতী বিনা শিব যথা বিরহে পাগল।
রতি বিনা রতিপতি যেমতি চঞ্চল ॥
চক্রবাক বিনা যথা চক্রবাকী দুঃখী।
সারি বিনা শুক যথা অন্তরে অসুখী ॥

শ্রীমতি! শুন্‌লে? কি স্বপ্ন আমি দেখেছি শুন্‌লে? এমন সুন্দর স্বপ্ন কি আর কখন এ জীবনে দেখ্‌তে পাব? রাই! এমন ভাগ্য কি আমার হবে?

রাধিকা। প্রভু! তোমার দয়া থাক্‌লে কি না হয়? আমারে রাজা ক'র্‌তে তোমার এতই যদি সাধ, তা তার জন্যে আর চিন্তা কি? এই ত আমি তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছি, মনে ক'ল্লেই ত তা ক'র্‌তে পার! তবে একটা কথা এই, নাগর হ'য়ে শেষে তুমি কোটাল হবে, এটা কি দেখাবে ভাল?

শ্রীকৃষ্ণ। গুণবতি! তোমার ভাবে আমি কত রূপ না ধ'র্‌তে পারি? তোমার কৃপায় অতি অসাধ্য যা, তাও অনায়াসে আমি ক'র্‌তে সক্ষম। আর তাই যদি না হবে, তবে কি আর আমার চূড়ায় তোমার নামের অক্ষর দুটী এমন ক'রে লিখে রাখি? দেখ, বাঁশরী বাজাই, তাও তোমারি নামে বাজাই, তোমা ছাড়া অন্য চিন্তা কি আমার আছে? নাও, এখন এই কদম্বতলে একবার রাজা হয়ে বসো, আমি তোমার কোটাল হব।

রাধিকা। আজ নয়, যখন আমি স্বইচ্ছায় রাজা হয়ে ব'স্‌বো, তখন তুমি আমার কোটালি ক'রো; তা ছাড়া ঐ দেখ, দূরে ননদিনী আমার আস্‌ছে, আমাকে খুঁজতে, আর এখানে আমাদের থাকা হ'লো না, চল স্থানান্তরে যাই।

(গীত)

হরি, ঐ আসে ননদিনী, চল স্থানান্তরে।
আর না উচিত হেথা থাকা ক্ষণ তরে॥
এখনি বাঘিনী প্রায়, ধরিবে এসে আমায়,
ঠেকাবে বিষম দায়, পড়িব যে মহা ফেরে॥

চল, নাথ! শীঘ্র চল; নতুবা বিষম অনর্থ এখনি ঘট্‌বে।

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—আয়ানের বাড়ী।

(জটিলা ও কুটিলা।)

কুটিলা। বড় বেশী দেরি নেই, মা!—বড় বেশী দেরি নেই। শীগ্‌গিরই তুই দশমুখে এ কথা শুন্‌বি। তখন বল্‌বি যে, হ্যাঁ, কুটিলে তখন এ কথা আমাকে বলেছিল বটে! যখন দশেধর্ম্মে তোর এই সাধের বৌয়ের কুলুজাটে কাণাকাণি ছেড়ে শেষে প্রকাশ্যেই গাইবে, তখন মুখটা তোর কোথা থাক্‌বে বল্ দিকি? বায়াত্তুরে চোকখাকী মাগী! চোখের মাথা কি তুই ক্রমে একবারেই খেলি? তোর একটু ঘেন্নাও হয় না? তুই গলায় দড়ি দিয়ে—এখনো যে ক'রে হোক্ মর;—তোর আর বেঁচে সুখ কি?

জটিলা। কেন, হয়েছে কি? তোর এত কথাটা কিসের? মর্‌বো কেন?

কুটিলা। আহা হা! তাও তো বটে!—মর্‌বেই বা কেন?—ষাট্! ষাট্! (হাত মুখ নাড়িয়া) বলি, কেন,—কি হয়েছে, তা তুমি জান না না কি? আরো কি তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে হবে না কি? আঃ! কি আমার নেকী গো!—কি আমার কচিখুকী গো! বলি, হাড়্‌হাবাতে পোড়াকপালে মাগী! লোকালয়ে যে আর মুখ দেখান ভার হ'লো!

জটিলা। কেন, হলো কি?

কুটিলা। (গালে হাত দিয়া) ও মা, কোথা যাবো মা! নেকা মা[illegible] তবু বলে, "কেন, হলো কি?" বলি, এই যে তোমার বৌটী—সাধের বৌটী—চুলোর ছাইটী—চকের বালিটী, বলি, এর এ[illegible] পাড়া বেড়ানো কেন বল দিকি? আর যে পাড়ায় কাণটী পা[illegible] ভার। আমাদের কি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে দিবি [illegible] তোরা শাশুড়ী বৌয়ে?

জটিলা। ওঃ! শুধু বৌকে নিয়েই কোঁদলটা তোর চল্লো না—[illegible] শাশুড়ীকে অবধি নিয়ে টানাটানি! কেন শাশুড়ীকেও তুই পাড়[illegible] পাড়ায় বেড়াতে দেখিস্ না কি? দেখ্ কুটিলে! তোর ঝগড়[illegible] স্বভাব চিরকালটা রৈল, কেমন? কথাতেই আছে, যে কুঁদু[illegible] সে চুপ ক'রে কখনই থাকৃতে পারে না।—যদি তেমন কোঁদ[illegible] সঙ্গী না মেলে, নিদেন সাম্নে একখানা দাঁড়া আর্শি রেখে [illegible] আর্শিতে আপনার মুখখানাকে বেঁকিয়ে দেখে, সেই বেঁকা মু[illegible] খানার সঙ্গেও একবার হাত মুখ নেড়ে কোঁদল কোর্বে, [illegible] ছিঁড়্বে, হাত-পা আছ্ড়াবে, মাথা খুঁড়্বে, কত কি ক'র্[illegible] দেখ, তোকে সৎপরামর্শ দিই.—এখনও তুই ও কুঁদুলে স্বভা[illegible] ছাড়্!

কুটিলা। ওঃ! কি আমার ভালমানুষের বেটী, নিক্ষে রে! তা তবে ম'র্ গে যা—আমার তাতে বেশী ক্ষতি কি বল্, হ[illegible] ভোদেরি মা বেটার উঁচুমুখ হেঁট হবে বৈ ত নয়! ভালর ভ[illegible] বল্লুম; শুন্তে হয় শোন, না শুন্তে হয় না শোন—নিজে[illegible] পরকালের রাস্তা নিজেরাই সাফ্ কর্! আমি ঝিউড়ী মেয়ে, আ[illegible] আছি কাল নেই—আমার এতে কি বৈ লা? দুটী অন্নব[illegible] ভাবনা? সে ভাবনা আমি ভাবি না!—ঝাড়া হাত পা, যেখা[illegible] যাব, যার কন্না ক'রে দোব, সেই স্বচ্ছন্দে দুটো খেতে প'র্[illegible] দেবে।

জটিলা। এই জন্যে ত বলি,—সাধ ক'রে বলি কি?—কুঁদুলে মানু[illegible] ধরণধারণই এক আলাদা। কেন, এ কথাটা কেন এল?—

অন্নবস্ত্রের কথাটা কেন এল? সে খোঁটা কে তোকে দিলে? তুই পাড়া বেড়াবার কথা বার ক'রে আমাদের শাশুড়ী বৌ—দুজনকে একহাত ঠিস্‌লি, তাই ত আমি—

কুটিলা। তা, ঠিস্‌বো না?

জটিলা। ঠিসো, বাছা! ঠিসো,—যত পারিস্ ঠিসো! আমি আর একটী কথা ব'ল্‌বো না যে, কেন তুই ঠিস্‌ছিস্?

কুটিলা। কথাতেই আছে, "নটীকে না বল্‌বে নটী, নটী উল্টে ধর্‌বে চুলের মুটি।" বলি ভাতখাকী মাগী!—

জটিলা। বল্, বল্—যত পারিস্ বল্।

কুটিলা। বলি, পোড়াকপালী মাগী!—

জটিলা। বল্, বল্—যা ব'লে তুই সুখী হোস্ বল!

কুটিলা। বলি, আড়্‌বুক্‌নি মাগী!—

জটিলা। ভগবান্ তোকে ব'ল্‌তে দিয়েছে, যা তোর্ প্রাণ যা চায়, তাই বল্।

কুটিলা। বলি, তুই নিজেই যেন পাড়া বেড়াস্ না—তোর বৌ ত বেড়ায়?

জটিলা। বেড়ায়।

কুটিলা। কাণে তুই শুনিস্ ও?

জটিলা। শুনি।

কুটিলা। কিছু বিহিত তার করিস্?

জটিলা। কি বিহিত কর্‌বো?

কুটিলা। কেন, দাব্‌তে পারিস্ না?

জটিলা। তোকে দেবে রাখ্‌তে কখন পেরেছি? না, পাচ্ছি?

কুটিলা। নাও কথা! আমায় তুই কখন এ রকম ক'রে পাড়ায় পাড়ায় ফিরতে দেখেছিস? কোন্ ভাতখাকীর মাথার ওপর মাথা আমায় এ কথা বলে লা! আমি ত তোর বৌয়ের মত নটী নই যে, পাড়ায় পাড়ায় নাটক দেখিয়ে বেড়াবো? এই যে মিন্‌সে আমার এত দিন ম'রেছে, কই, কেউ বলুক্ দিকি,

কোন পরপুরুষের মুখপানে আমি কখন চেয়ে দেখেছি,—উঁচু নজরটী কখন আছে? গেরোস্তর মেয়ে—ভদ্রকুলে জন্মেছি—ও মা! আমাদের আবার পরপুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া কি গো? এ কথা শুন্‌তেও যেন গায়ে কাঁটা দেয়—গা শিউরে ওঠে! আর তাও বলি, কথা ত কথা, কোন পরমানুষ কোথা দাঁড়িয়ে থাক্‌লে, সে দিক্‌টা দিয়ে কখন পা তুলে চল্‌তে পারি?

জটিলা। তা বৌ কি তা পারে,—না করে?

কুটিলা। ওঃ! তাই বলো—পথে এসো। সেই খবরটাই বুঝি রাখ না? বলি, এ দিকে যে সারা দেশ ঢৈ ঢৈ!—কাণটী কোনখানে পাতা ভার!

জটিলা। কেন? —কি করেছে সে?

কুটিলা। সাধ ক'রে কি আর নেকী বলি? এই জন্যেই বলি তোর নেকাপানা কথা শুন্‌লে আমার অষ্টাঙ্গটা যেন রি রি ক'রে জ্বলে ওঠে—ইচ্ছে আর করে না যে, তোর সঙ্গে মুখের কথাটাও কই। বলি, তা, নিজে খবর রাখ্‌বারই ক্ষ্যামতা যদি নেই, তা পরে যা তোমার ভালর জন্যে বলে, তাই বা ভাল ইচ্ছেয় শোন্ না কেন?

(গীত)

ও মা, ভাল দেখি রীতি যে তোমার।
তোমায় বুঝালে না বুঝিবে, জানালে না জানিবে,
শুধু কথায় বাড়াবে কথা অনিবার॥
জানি, বয়েস যেমন যার জ্ঞানও তেমনি হয়,
ছি ছি এ কেমন, এক কণা বুদ্ধি ঘটে না রয়,
আই আই কোথা যাই, ও মা লজ্জা এ কি বালাই,
দেখ এখনো দেখ বুঝে, বচন মাগো আমার॥

জটিলা। ভাল, তাই খুলে খেলেই বল্ না যে, হঁ্যা বাপু, এই হ'য়েছে! ফের ছাড়া কি তুই কথা জানিস্ না?

কুটিলা। আর কি ক'রে খুলে বল্‌বো বল্? এখনো কি খোল্‌বার কিছু বাকী আছে?

জটিলা। বলি, তবু শুনি না আবার, আমার কি ছাই অতশত সকল সময় সকল কথা স্মরণ থাকে? তবে আর বুড়ো বলেছে কেন? এখন নে, কথা কাটাকাটি রাখ্—বল্।

কুটিলা। কথা কাটাকাটি আমি ক'চ্ছি, না, তুই কচ্ছিস্? তোর স্বধর্ম্মই ত ঐ, তুই কোন কথা ভাল ক'রে শুন্‌বি না, অথচ যা মুখে আস্‌বে, তাই ব'লে চেঁচাচেঁচি জুড়ে দিবি! নে, শোন্ তবে!

জটিলা। বল্।

কুটিলা। দেখ, আমি ত ঝিউড়ী মেয়ে, তার ওপর আবার রাঁড়ী, আমি ত মনে ক'ল্লে, অনায়াসেই হেথা সেথা ক'রে পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াতে পারি?

জটিলা। তা পারিস্।

কুটিলা। কিন্তু তা বেড়াই কি?

জটিলা। না, তা ত বেড়াস্ না।

কুটিলা। কেন বেড়াই না, না, একে মাথার খাম্‌দ আমার নেই, তার ওপর এই কাঁচা বয়েস, সহজে একটা মন্দ কথা মানুষ রটালেও ত রটাতে পারে?

জটিলা। তা আর পারে না?

কুটিলা। তা, কেন আমি জেনে শুনে, জ্ঞানবান্ হ'য়ে এমন কাজ কর্‌বো? তাতে আমারি ত আপনার পাঁচজনের মুখ হেঁট হবে?

জটিলা। হবে না?

কুটিলা। তবেই বোঝ দেখি, কেন আমি তা ক'র্‌বো?

জটিলা। হঁ্যা লা, তুই মেয়ে আর মেয়ে? তুই ত আর হেঁজিপেঁজি

লোকের মেয়ের পেটে জন্ম নিস্‌নি! আমার পেটে জন্মেছিস্—আমার স্বভাব ত অবিশ্যি পাবি?

কুটিলা। পাব না? তা শোন্ এখন, তা তোর বৌ যে রোজ ফুল তোল্‌বার অছিলে ক'রে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে আসে, এটা কেমনধারা বিবেচনার কাজ বল্ দিকি? ও ছুঁড়ীর মৎলবটা ত বোঝ না. যেন তেন প্রকারে পাঁচটা পরমানুষের সঙ্গে খানিকটা রং তামাসা ক'রে আসা।

জটিলা। বলিস্ কি লো?

কুটিলা। আর বলি কি! বলি, খুব ঠিক। এই বেলা সামলে রাখ্‌তে পার ত মঙ্গল, নৈলে অনর্থ হবে শেষে!—কলঙ্কে দেশে আর মুখ দেখাতে পার্‌বে না। সেই কালা ছোঁড়ার সঙ্গে ওর গুপ্ত পিরীত হ'য়েছে, তার খবর কি কিছু রাখ্‌ছো? ও এই ফুল তোল্‌বার অছিলা ক'রে কেবল তাকে ভেট্‌তে যায়। প্যারী কলঙ্কী হ'য়েছে, এই তোমায় সার ব'লে দিলুন।

(গীত)

শোন শোন কাহিনী মম, শোন গো জননী।
কলঙ্কিনী রাই বিনোদিনী,
এতে, সন্ধ নেই—সন্ধ নেই জানি॥
প্যারীর মনে এই যে ছিল,
ও মা, আগে কে তা জান্‌তো বল,
অন্তরে প্রেম ফল্গুনদী বৈছে লো দিন রজনী।
ফুল তোলা তার ছলা কেবল,
ছলা তার তোলা যমুনার জল,
খোঁজে কেবল কোথা বিরল,
বসে নিয়ে সেই গুণমণি॥

এখনো হও মা সামাল,
উপায় কর্ তার সকাল সকাল,
নৈলে যখন শুন্‌বে দশজন,
আর কি মুখ পাবি তখনি ।।

জটিলা। ও মা! তা তো জানি না, এত কাণ্ড এর ভিতর? আমার সরল প্রাণ না কি, তাই। আচ্ছা তুই ছুঁড়ীকে হিড়্ হিড়্ ক'রে একবার টেনে নিয়ে আয় দিকি সেখান থেকে, তার পর যা করবার ক'র্‌ছি আমি। এত চালাকী তার পেটে পেটে! আজ তাকে দেখে নোবোই নোবো। তার কোন বাবা আজ তাকে আমার হাতে থেকে বাঁচায়, তাই একবার আমি দেখে নোবো। আন্‌তে পারবি ত?

কুটিলা। কেন পার্‌বো না? তুমি হুকুম দাও ত এখনই ধ'রে আন্‌ছি।

জটিলা। তা যা, আর একটুখানি দেরি করিস্‌নি।

[কুটিলার প্রস্থান।

ওঃ! কি দাগাবাজ মেয়ে! আসুক আগে আয়ান বাড়ীতে, তার পর সব কথা। আমায় সরল মেয়েমানুষ পেয়ে, এত খেলা ভেতরে ভেতরে খেলে। বেটি!—আজ আঁশ বঁটীতে তোর নাক কাটবো।

[বেগে প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।—যমুনাতীর।

(নারদ ও জনেক শিষ্য।)

শিষ্য। আশ্চর্য্য কাহিনী অতি ভারতী বেদের, বড় সাধ শুনিতে শ্রীমুখের বাণী!
কহ মহামুনি!
ভারাক্রান্তা হইয়ে মেদিনী,
যাইলেন পিতামহ-স্থানে,
কেমনে ঘুচিবে ভার জানিতে যখন সেই শ্রীবদনে,
পিতামহ কি আশ্বাস দিলেন তাঁহায়?
হলো কি না হলো তাঁর প্রার্থনা সফল?
সকল সৃষ্টির মূল সেই পদ্মযোনি,—
কমণ্ডলুপাণি, সৃষ্টি তাঁর করিতে রক্ষণ,
কি উপায় উদ্ভাবন করিলেন শেষে?
কহ ঋষে দুষ্টের দমন—শিষ্টের পালন,
যথারীতি অতঃপর হলো কি না হলো?

নারদ। অবশ্যই হলো! পাপের প্রসার স্থায়ী কখন কি হয়।
সেই নিরাময়, শান্তির নিলয়,
অশান্তি কি রাজ্যে তাঁর রাখেন কখন?

সত্য বটে পুণ্য পাপ, দেব বা দানব,
সৃজন সকলি তাঁর,—
সত্য বটে যথা আলো তথা অন্ধকার,—
একাকার হর্ষ ও বিষাদ,
কিন্তু এও সত্য জানিবে নিশ্চয়,
পুণ্য বই পাপ কভু ঈপ্সিত না হয় তাঁর।
মন্দের মিলন বিনা স্ফূর্তি না কি পায় না উত্তম
নরোত্তম তাই মন্দে আনন্দে বাড়ান এত।—
অমানিশি যদ্যপি না রহিত জগতে বিভীষণ,
পূর্ণিমার পক্ষপাতী কেহ কি হইত কদাচন ?
করহ শ্রবণ,
শুনি ধরার ক্রন্দন, পদ্মাসন উচাটন মন,
লইয়ে স্বগণ ক্ষীরোদের কূলে গিয়া দিলেন দর্শন।
তথা লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন মগন স্ব স্ব ধ্যানে,
স্তবনে বিদিত বার্তা করিলেন সব।
কেশব আশ্বাস দান দিলেন পৃথ্বীরে,
ভয় নাই ভার তব ঘুচাব অচিরে।
আশ্বস্তা হইয়ে পৃথ্বী নিজ স্থানে গেল,
বিষ্ণু প্রতি মহাবিষ্ণু আদেশ প্রদান।—
দেবগণ সহ তুমি যাইয়া ধরায়,
লহ জন্ম ত্বরায় হরিতে ভার তার, গোকুলেতে,
মমাগ্রজ সংসারমাঝেতে তুমি হবে,
আমি গিয়া আবির্ভাব পশ্চাতে হইব।
অতঃপর কশ্যপেরে কন চক্রপাণি,
বসুদেব জ্ঞানী তুমি হও মর্ত্যে গিয়া—
অদিতি দ্বি-অংশে হোন্ দৈবকী রোহিণী।
যুধিষ্ঠিররূপে ধর্ম্ম যাবেন ধরায়,
কর্ণরূপে দেব দিবাকর ;

বায়ু বৃকোদর ;
অর্জ্জুন দেবেন্দ্র তথা দুর্য্যোধন কলি ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি মহাবলী ;
মাদ্রীসুত অশ্বিনীকুমার আর,
দ্রুপদনন্দিনী লক্ষ্মী অংশের বিস্তারে।
আজ্ঞামাত্র যে যাহার কর্ত্তব্যপালনে,
রত সেই দিন হ'তে,
বিলম্ব এখন কিন্তু জানিবে অনেক পৃথ্বী জুড়াইতে।

শিষ্য। অমৃত সমান বাণী শুনি শ্রীমুখেতে।
(দূরে কুটিলাকে দেখিয়া)
কহ প্রভু কেবা ঐ রমণী বিধবা,
কিবা বাসনা উহার,—
চাহে চারিধার চকিতা হরিণী প্রায়,—
কোন্ কর্ম্মে ধায় দ্রুত এত ?
মনোগত কি ভাব উহার, ঋষিবর !
হের—শুন, কৃষ্ণকথা কয়,
কৃষ্ণভক্ত কিন্তু যেন নয়,—
রাধা রাধা মুখে ঘন বোল,
পাগল কি ভক্ত কোন হবে ?

নারদ। নাম কুটিলা উহার,
আয়ানের ভগ্নী ও রমণী।

শিষ্য। আয়ান ?

নারদ। বৃকভানু-নন্দিনী গৃহিণী যার।

শিষ্য। ভাল কথা হইল স্মরণ।—
ক্লীবত্বের কারণ কি আয়ানের ?
কোন্ জন এই বা আছিল জন্মান্তরে ?

নারদ। দীন এক ব্রাহ্মণ-সন্তান, গত জন্মে ছিল এ আয়ান।
গৃহে লক্ষ্মী অচলা করণ অভিলাষে,

অনলসে তপস্যায় থাকি কিছুদিন
করয়ে মহা সাধন ;
ভকত-জীবন নারায়ণে বাঁধয়ে ভক্তি-ডোরেতে।
ভক্তিবদ্ধ নারায়ণ চা'ন বর দিতে.
"পত্নীরূপে লক্ষ্মীরে কামনা" দ্বিজ কৈল,
প্রমাদ পড়িল নারায়ণে।
অতঃপর উপায়-অন্তর নাহি হেরি,
কহিলেন হরি,
দিতে পারি এক জন্ম তোমারে কমলা,
ক্লীবরূপে জন্ম যদি পারহ লইতে তুমি।
সে কারণে ক্লীব এই আয়ান জন্মিল,
রাধারূপা পত্নী তার কমলা হইল।
ঐ যে যাইছে দেখ কুটিলায় হেথা,
আছে গুহ্য কথা মধ্যে এর।
কৃষ্ণসহ পিরীতি ভাবিয়া শ্রীরাধার,
গণি ব্যভিচার,
মাতারে গে জানাইল বাণী,
অজ্ঞান জননী, পীড়িতে বধূরে,
ধরিয়া লইয়া যেতে কহিলা কন্যায়।
শশব্যস্তে ঐ যে আসিছে ধেয়ে এ দিকে ভামিনী,
রাই-কলঙ্কিনী সন্ধান কারণে সে কেবল।
চল, অনুচিত থাকা হেথা আর আমাদের,
হলো পূজার সময় উপস্থিত।

শিষ্য। যথা আজ্ঞা প্রভু আপনার।

নারদ। করি আমি বীণার বাদন,
কৃষ্ণগুণ করহ কীর্ত্তন তুমি শুনি।
শুনিতে শুনিতে পথ হবে অতিক্রম
পথশ্রম না রবে কিঞ্চিৎ।

উভয়ের (গীত।)

জয় জয় দেব গোলোক-বিহারী।
জয় শ্রীহরি দেব ভূভারহারী॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় জগত-পালক,
জয় জয়দাতা যশঃপ্রদায়ক,
জয় জগপতি, অগতির গতি,
দর্পীদর্পহর শিষ্টে তুষ্টমতি,
সর্ব্ব-হিতকর অশিব-নাশন,
কৈবল্যদাতা কৌস্তুভভূষণ,
পদ্মপলাশাক্ষ, ভকতজনের লক্ষ্য,
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানকারী॥
নিত্যানন্দঘন জন চিদাকাশে,
আনন্দ ভাস্কর মোহ-তমোনাশে,
অচিন্ত্য অব্যয় অনাদি অক্ষয়,
জয় পরাপর ভবভয়বারী॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(বেগে কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। (স্বগত) কই, এখানেও ত নেই! তবে কোথায় গে গোটা পাড়াটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম, পথঘাট তাও সবই খুঁ দেখলুম, কই, দেখা ত তবু পাচ্ছি না! এই ত যমুনার ঘা এখানেই বা কই সে? কি রকম হলো?—কোথায় লুকালে আমায় যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারলে দেখছি!—আর যে খুঁ উঠতে পারি না!

(গীত)

(ও সে) এই ছিল কোথা গেলো ?
কোন্ ছলোয় লুকালো গিয়ে,
চ'খে আমার দিয়ে ধূলো ॥
না জানি কি মন্ত্র জানে,
ভুলাইল সর্ব্বজনে,
বারেক আড়-নয়নে সে চাহে যার পানে,
কি মেয়ে এ সর্ব্বনেশে,
জ্বালালে ঘর ঘরে এসে,
মনে ধরে না অমন চাঁদপানা বর,
ধ্যান জ্ঞান কেবল সেই কালো ॥

উঃ। কি ব'লবো, দাদা আমার তেমন নয়, তা না হ'লে সে যে কেমন সে, তাই একবার আমি দেখে নিতুম। ছুঁড়ীকে নাকেরজলে চোখেরজলে না ক'রতে পারতুম, তবে এ কুটিলে নামই আর ধ'রতুম না। ছুঁড়ীর এই বয়সেই এত রূপ, এর পর ক'রবে কি? যাই দেখি একবার বৃন্দাবনটায়, তা হ'লেই দেখা শোনা হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।—বৃন্দাবন।

(শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও সখীগণ।)

সখীগণ। (গীত)

রাখ বাঁধি সখি, রাখ ভাল করি।
শঠের চূড়ামণি জেনো লো শ্রীহরি ॥
কি জানি কখন করিবে পলায়ন,
[illegible] নয়ন করি তোমারি ॥
(অন্তরা) আঁটা দায় তায় যে জন কপট,
সদা কপটতা করে সেই শঠ,
মুখে মধুভরা ঐ মনচোরা,
চির ছলে পোরা প্রাণ যে উহারি ॥
ব্যবসায় জানি চুরি চিরকাল,
বাল্যে জননীরে করেছে নাকাল,
এবে যৌবনকালে, কুলবধূ দলে,
ছলে মজায় দেখ বাজায়ে বাঁশরী ॥

প্রথমা। সাবধান সখি, সাবধান। শঠের কথায় প্রাণান্তেও কখন বিশ্বাস করো না। হে শঠ, তোর কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে? তুমি পথে বসে কাঁদ না, ওর তাতে কি ভাবনা।—উনি আবার

আর এক ঠাঁই, এম্‌নি ক'রে দিব্যি মজা মেরে বেড়াবেন—মজার চূড়ান্ত ক'রবেন; ওঁর মজা করবার ভাবনা কি? উনি ত আর কারু কুলের বধূ নন যে, ওঁর সেই কুলমানের ভয় রেখে চল্‌তে হবে!—উনি পুরুষ পরেশমণি—ওঁর পাথরে পাঁচ কিল!

শ্রীকৃষ্ণ। আর তোমাদেরও পিঠে অম্‌নি এক একটি কিল, না?

(আস্তে একটি কিল উঠাওন)

প্রথমা। তা অবিশ্যি! বলে, "সন্দেশ খাবে কে, না, আমি রে আমি; আর জুতো খাবে কে, না, তুই রে তুই।" মজা মারতে মারবেন উনি; আর কিলটা আশটা, চাপড়টা পেতে খাবো আমরা! (শ্রীরাধিকার প্রতি) বোঝ সখি, তোমার নাগরের নাগরালি!

(গীত)

দেখি, শুধুই শঠ নয় এ লম্পটরায়।
দেখি, নাগরালি চূড়ান্ত, রসের কোথা বা অন্ত,
প্রাণান্ত করে বা আজি আমাদের সবাকায়।
ছি ছি! কারে কহি বা মনোবেদনা,
কালা কম কি জ্বালায় পোড়ে ললনা,
কোথা পুরস্কার, তা নয় তিরস্কার,
হলো প্রহার অবধি শেষে, কি বিড়ম্বনা!
দিয়ে সিঁধি করেছে, এ কি লাঞ্ছনা পেয়েছে হায় ॥

দ্বিতীয়া। তা চোরা সিঁধ দিলি কেমন করে? যে চোর তাকেও কি কেউ বিশ্বাস করে, না ক'রতে আছে? যার ব্যবসা কুল-মজানো, সাধ কাজে যেমন, আর লাভটাও সুতরাং বেশ তেমন—

নেপথ্যে কুটিলা। তবে লা !

(বেগে কুটিলার ঘূর্ণিতচক্ষে প্রবেশ ও রাধিকার হস্ত ধরিয়া পৃষ্ঠে চপেটাঘাত।)

কুটিলা। হবে না, ছেনাল ! চেন না কি চিকণকালা ?
এই বয়সে এত নাটের খেলা ?
চল বাড়ীতে, শাশুড়ীর কাছেতে,
নাট ভাংবে আজ সকালা !

প্রথমা। ওলো, পালা সখী সব পালা !—
পালায় চিকণকালা !
ক্ষেপেছে কুটিলা দুখে — ওমা, এ কি জ্বালা !

কুটিলা। (মারিতে মারিতে চুলের মুঠি ধরিয়া) চল অভাগী, খেয়াখাকী,
চল বাড়ীতে এই বেলা।

[রাধারে টানিতে টানিতে কুটিলার প্রস্থান।

সখীগণ। (গীত)

কি হলো কি হলো শ্যাম নটবর।
কোথা যায় রাই, ধর ধর ধর ॥
সোণার কমল, মুখ শতদল,
শুকাল বুঝি রয় না আর ॥
শ্যাম জলাকাশে, সুধাংশু উজলা,
হেমাঙ্গিনী বৃষভানু-রাজবালা,
কোথা হ'তে রাহুরূপা এ কুটিলা,
গ্রাসিল আসিয়া ফাটে গো অন্তর ॥

প্রথমা। সখি সব, চল সকলে আমরা মিলে, ঐ রাক্ষসীর হাত থেকে আমাদের রাই কমলিনীকে উদ্ধার করি।

[প্রস্থান।

কিন্তু শ্রীদাম আছিল দ্বারী, দ্বার নাহি ছাড়ে।
দানিল শ্রীমতী শাপ,
"আরে রে পামর!
এত নীচাস্তর তোর অসুর সমান,
মর্ত্ত্যে গিয়া অসুর জন্মাহ পাপী"
শ্রীদামও শাপিল,
"দেবী হয়ে নরাস্তরা;
নররূপা ধরায় তুমিও জন্ম লও গো জননী!
কুৎসিত চরিত্র অকারণ ভাবিতেছ যেইরূপ নারায়ণে,
আজীবন কলঙ্কিনী রহ গো সেথায় সেইরূপ।"
সেই অভিসম্পাতের ফলে,
কলঙ্কিনী নাম আজি রটিল রাধার,
কি সাধ্য আমার আর করিব অন্যথা?
লক্ষ্মী পত্নীরূপে প্রাপ্তি করিয়ে কামনা,
সেই দ্বিজ তপস্যা করিল,
সেই সে আয়ানরূপে জন্মিয়াছে এই,
রাধা পত্নী তার; ব্যভিচার আমার সহিত
মূঢ় নরে করে জ্ঞান।
ওহো অসহ্য চিন্তন!
বৃশ্চিক-দংশন যেন মস্তিষ্ক-মাঝারে।

[প্রস্থান।

—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—আয়ানের বাটীর সম্মুখ।

(শ্রীরাধিকারে লইয়া কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। আঃ! আচ্ছা নাকাল ক'ল্লে আমায়!—কোথা এ পাড়া, কোথা সে পাড়া, কোথা যমুনার তীর, আর কোথা বৃন্দাবন!—নাকে দড়ি দিয়ে যেন আমাকে ফেরালে!—দম নিকলে ছাড়লে! ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, বাবা! কিন্তু এমন পাড়া-মাতানে দেশ-চলানে মেয়ে বাপের জন্মেও কখন দেখিনি। (রাধিকার প্রতি) হাঁলা, তোর কি একটু ভয় ডর নেই?—এত তোর বুকের পাটা? তোর ভাতারের কাণে এ কথা উঠলে সে যে কি ক'রবে তোর দশা, তাকি একবার ভেবেও দেখিস্ না? ধিক্ তোর কুলাঙ্গার অছিলে, আর ধিক্ তোর জীবন! লজ্জাখাকী, লজ্জার মাথাটা কি একেবারেই খেতে হয়?

(গীত)

ভাল খেলি লজ্জা, লজ্জাখাকী।
এ কি সর্ব্বনেশে বৌ তুই দেখি॥
এতখানি তোর বুকের পাটা,
(এমন) যম স্বামীকেও দিস্ তুই ফাঁকি॥
সে দিন তোরে ধোর্ব্বে ভেগে,
পারবি কি নিস্তার সে রাগে,
জ্যান্ত যমরাজের আগে,
পাঠাবে সে জানিস্ না কি?

ঘরে ঘরে লোকে দিবে টিট্‌কারী,
কালা-কলঙ্কিনী হলো রাই কিশোরী,
কেমনে মুখ আর দেখাবে পুত্র আমার,
ভুলেছে যম কি তোরে, মৃত্যু নাহি তোমায় ॥

কুটিলে। খবরদার বেটীকে ঘরের বাইরে আর যেতে দিসনি। বেটীর হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে, একটা অন্ধকার ঘরে ফেলে রেখে আয়, সাবধান, চৌপর দিনে রেতে এক গণ্ডুষ জল অবধি যেন খেতে না পায়। বেটীর বড় রস হয়েছে কি না,—বেশ কোরে রস-টুকু মেরে দে! আর আয়ানকে একবার ডেকে আন দিকি আমার কাছে। আমার ইচ্ছে কোচ্চে, বেটীকে এখনি গলায় পা দিয়ে আমি মারি, তা তার সামগ্রী, তাকে একবার না বোলে কোরে ত কিছু কোত্তে পারি না।

কুটিলা। তা বেশ ত, তার আর কি। এখনি আমি দাদাকে ডেকে নিয়ে আসচি।

জটিলা। হাঁ, তাই যা একবার। আমি কিছুতেই রাগ চেপে আর রাখতে পাচ্চি না।

কুটিলা। কার সাধ্য চাপে? আমি না কি বড্ড ভাল মেয়ে—রাগ আমার শরীরে প্রায় নাই বোল্লেই হয়, তাই আমি এতক্ষণ বরদাস্ত কোরে থাকতে পেরিচি। ছুঁড়ী বলে কি জান? বলে, "ঠাকুরঝি! তুমি কৃষ্ণ-নিন্দে আর করো না—কৃষ্ণ যে কি বস্তু, তা তুমি জান না। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা! যদি কৃষ্ণের নিন্দা তুমি করো, তা হ'লে ভবপারাবারে তরবে কি কোরে?" ও মা, কি জ্যাঠা মেয়ে মা! এমন ইঁচড়ে পাকা মেয়ে ত আমি বাপের জন্মেও দেখিনি!

জটিলা। অ্যাঁ, বলিস কি?

কুটিলা। কিছু মিথ্যে নয় মা,—কিছু মিথ্যে নয়। আমায় অবাক করেচে গো,—আমায় অবাক করেচে!

জটিলা। ও বাবা! এ তো মেয়ে নয়, এ যে মেয়ের চোদ্দপুরুষ! অ্যাঁ, বলিস্ কি লো? আমায় যে বসিয়ে দিলে। (উপবেশন)

কুটিলা। তা কি একবার কোরে বোল্‌তে মা? আমিও প্রায় বোসে পড়িছি মা, (উপবেশন) আমিও প্রায় বোসে পড়িছি।

(গীত)

এ কি সহজ মেয়ে ভাব, জননি।
ও মা, এমন ইঁচড়ে পাকা কখন দেখিনি ॥
সাক্ষাৎ ব্যাস কি বাল্মীকি কথনে,
হীরার ধার গো যেন, আঁটা দায় বচনে;
না জানি কি মোহিনী শক্তি ধরে এ ধনী,
শুনিলে বাণী যেন মোহিত হই তা শুনি ॥
শুন সার কথা, রাখ বচন মম,
সদা কর পীড়ন হইয়ে নির্ম্মম,
রাক্ষসী নিশ্চয়, হবে এ মিথ্যা নয়;
দেখ না বাহিরে দুষ্টা কত মিষ্টভাষিণী ॥

এ নিশ্চয় রাক্ষসী মা!—নিশ্চয় রাক্ষসী। তা না হ'লে, একটা মেয়ের এত মন গলান কথা।

জটিলা। তুই সবুর কর্ না—ব্যস্ত হোস্ কেন? দেখ্ না, আগে আমি কি করি, তার পর 'রা' করিস্!

কুটিলা। আচ্ছা! আচ্ছা! তা হলেই হ'লো।

জটিলা। ওকে নাকের জলে চোখের জলে না কোত্তে পারি, তবে আমি জটিলে বুড়ীই নই।

কুটিলা। আচ্ছা মা!—আচ্ছা; সেই বেশ কথা।

জটিলা। ওর বুকে না পাথর আমি চাপাবো।

কুটিলা। চাপাবে?

জটিলা। ওর মুখ দে রক্ত না বার কোর্ব্বো।

কুটিলা। কোর্ব্বে?

জটিলা। ওর কাণে ধোরে পাড়াময় ওরে ঘোড়দৌড় না করাবো।

কুটিলা। করাবে?

জটিলা। ওর দুপাটি দাঁত না আমি নোড়া মেরে ভাঙ্‌বো।

কুটিলা। ভাংবে?

জটিলা। ওর নাক কাণ কেটে ঝামা না তাতে ঘোষ্‌বো।

কুটিলা। ঘোষ্‌বে?

জটিলা। ওর সর্ব্বাঙ্গ কেটে তাতে নুণ না ভোরে ভোরে দোবো।

কুটিলা। দেবে?

জটিলা। ওর ঐ উঁচু বুক নেহ্‌ড়িয়ে ঘেঁৎলে দোওয়াবো।

কুটিলা। দোওয়াবে?

জটিলা। নিঘাস্‌।

কুটিলা। বাস্‌,—এই আমি চাই। এমন আপুদে বৌকেও অ্যাদ্দ রাখ্‌তে আছে? মা! ওকে যেমন কোরে পারো, জব্দ তুমি কোত্তেই চাও!

জটিলা। বোল্‌চি ত, রোস না তুই। আয়ান আগে ঘরে আসুক, তার পর সব হোচ্চে। ওকে কি আমি ছাড়্‌বো তুই ভাবিস্‌? এঁ্যা! এই এতখানি বয়েস হোল তোর, তুই এখনও পা তুলে কোথাও আমার অমতে যাস্‌ না, আর ও কি না যায়? তুই ত তবু আমার বাড়ীর ঝিউড়ী মেয়ে! তুই গেলেই বা তাতে তোকে কেউ বড় একটা দুষ্‌তে পারে?

কুটিলা। এই!—বোল্‌ মা বোল্‌! তবু আমার মাথার ওপর স্বামী নেই।

জটিলা। তা, তুই কেমন লোকের মেয়ে। কার পেটে জন্মিচিস্‌? আমার শরীরে বয়েসকালে দোষ-টোষ কিছু ছিল কি যে, তোর শরীরে দোষ হবে?

কুটিলা। এই বল্ বাছা বল্,—তুই আপ্‌নিই বল্! আমার শরীরে কি দোষ হ'তে পারে ?

জটিলা। নে, চল্ তবে এখন ঘরে যাই—বেটীকে নিয়ে, তার পর আয়ান এলে তখন সব ব্যবস্থা। আমার উপর চালাকী বেটীর, আজ্ বেটীরই একদিন কি আমারই একদিন!—আজ্ আর বেটীকে জ্যান্ত যমালয়ে পাঠাবো! নে,—ধর্ বেটীকে,—চল্ চ' টেনে।

(গীত)

চল্ চল্ কুটিলে ওরে চল্ নিয়ে।
খুব ভাল ক'রে, রাখিস্ ধ'রে,
যেন না পারে পালাতে লো ফাঁকি দিয়ে॥
বড় হুঁচড়ে পাকা, দায় ওরে বেঁধে রাখা,
এমন বজ্জাতিমাখা বল্ কোন্ মেয়ে ?—
দেখি পারি কি হারি, না পারি নাম না ধরি,
দিবই উচিতমত শিক্ষা শিখায়ে॥

নে, তুই ধর্ এই হাতটা, আর আমি ধরি এই হাতটা; ধ'রে নিয়ে যাই চ'। সাবধান, যেন হাত ফোস্‌কে না পালায়!—

কুটিলা। সে তুমি কিছু ভেবো না, মা! সে তুমি কিছু ভেবো না। আমার হাত থেকে ফাঁক দিয়ে পালাবে এমন মানুষ ত আমি দেখি না! তবে যদি বল, আমার দিদিকে আমি ধ'রে রাখ্‌তে পারিনি কেন, তার উত্তর কি দোব মা!—সে বরাত গো বরাত!—বড় মন্দ বরাত! তা হ'লে কি আর পার্‌তুম না? (ক্রন্দন)

জটিলা। আহা! (সরোদনে) তা কি আর বোল্‌তে বাছা?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
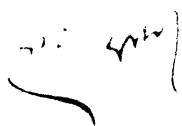
দৃশ্য—যমুনাতীর।

(কলসী কক্ষে প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বা-হনা! চলি আও কেনারে যমুনার।
বেলি হওল দেখো, ধূপ বাঢ়ল ঐ,
'বারি বারি' করি, রব দেওয়ত চারধার॥
ধাওয়ত তর তর যমুনা উজান,—
খেলত ঝিকিমিকি সূরয কিরণ,
ধীর পবন চলি, জুড়াওয়ত জীবন,
দেখহুঁ পরকৃতি মূরতি প্রেমাধার॥

প্রথমা। আমার ঘোষ ভাগ্যিটা বড় মন্দ করে'ন—দেখ্ দেখি কেমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী পেয়েছে।

দ্বিতীয়া। তাই ত! অমন সতীলক্ষ্মী কি আর মেলে? একসাথে দুই নাগরের মন রাখ্‌ছে!—মেয়ে ত ব'ল এরে।

তৃতীয়া। সে কেমন?

দ্বিতীয়া। কেন, তুই কি কিছু জা'নিস না?—কিছু শুনিসনি?

তৃতীয়া। কই, না!

দ্বিতীয়া। (গালে হাত দিয়া) ও পোড়া কপাল!—

প্রথমা। ও পোড়াকপাল!—ওলো সে যে দেশরাষ্ট হৈ হৈ কথা!—

দ্বিতীয়া। সে যে টাট্‌রাপেটা বাজ্রা! কে নাগরটা জানিস্? নন্দ-ঘোষের বেটা কেষ্ট!

তৃতীয়া। কে জানে,—কই, আমি ত একদিনও শুনিনি। আর, তাও বলি, শুধু শুনেই বা কি হবে; চোখে না দেখ্‌লে ত এ কথা আমি বিশ্বেসই কোত্তে পারি না।—রাই ত শুনিছি, কৃষ্ণের মামী; মামী-ভাগেতে কি এ সব কখন সম্ভব হয়?

দ্বিতীয়া। আর সম্ভব হয় না! আজকালকার দিনে আর অসম্ভব কি কিছু আছে? কিছু নেই লো, কিছু নেই। যা না দেখ্‌বার, না শোন্‌বার, ক্রমে তাই সব শুনতে হবে লো, তাই সব শুনতে হবে!

প্রথমা। আলো, এ যে দ্বোয়াপর; আর কি সে সত্যযুগ আছে যে, পাপের ছায়াটা অবধি দেখ্‌তে পাবি না—না, সে ত্রেতাই আছে, যাতে পাপের ভাগ—সে না থাকারি মধ্যে। এখন পাপে পুণ্যে যে আধাআধি বাণি! যত ভালমানুষ দেখ্‌বি, মন্দ মানুষ নষ্ট চষ্টও আবার তত দেখ্‌বি।

তৃতীয়া। কে জানে, বোন্!

দ্বিতীয়া। এই জান্—জেনে রাখ্ এখন থেকে। আমরা না কি বড় সুজাত মেয়ে, তাই আমাদের শরীরে পাপ এখনও স্পর্শায় নি, নৈলে ভাল কি আর থাক্‌বার যো আছে? সে আপ্‌না হ'তে নষ্ট না হয়, পোড়া দিনকাল এ'ম্ন যে, পাঁচ বেটাবেটীতেও যেন তাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে নষ্ট কোত্তে চা'য়।

প্রথমা। ওলো, শোন্ তবে এক মজার কথা বলি, শুনলে হাস্‌তে হাস্‌তে তোদের পেটে ব্যথা ধোরে যাবে!

দ্বিতীয়া। সত্যি না কি, এমন! আচ্ছা, বল্ ত দিদি, বল্ ত,—কি শুনি। আহা, দিদি আমার বড় রসিক মেয়ে—এমন রসিক মেয়ে

ত আমি সচরাচর দেখি না!—কি মিষ্টি কথা!—কি মিষ্টি ভাব!—বল্ ত বল্ ত কি ঘোটেছিল।

প্রথমা। (হাসিয়া) হাস্তে হাস্তে তোদের পেটে বুঝি বা খিল ধ'রে যায়!

দ্বিতীয়া। তা ধরুক, তুই বল্! তোর কথা শুন্তে আমি বড্ডই ভালবাসি।

প্রথমা। (হাসিয়া) মাইরি?

দ্বিতীয়া। মাইরি!

প্রথমা। তা শোন্। দেখ,—

দ্বিতীয়া। বল্।

প্রথমা। দেখ্, সেই সে দিন আমি দুপুর বেলা তোদের কাছ থেকে যে চোলে এলুম, তার পর বুঝ্লি কি না, পথের মাঝে এক মিন্সে আমায় ধোল্লে। বল্লে, "তোমার নাম কি, আমায় বোল্তে হবে।" আমি বল্লুম্, "কেন?" তাতে সে বোল্লে কি জান?—বোল্লে, "তোমায় দেখেই কেমন তোমাকে আমার যেন ভালবাস্তে ইচ্ছে ক'চ্ছে।" আমি ত অবাক্ একেবারে।

দ্বিতীয়া। তোমার ভয় হ'লো না?

প্রথমা। হ'লো না! ও মা, বলিস্ কি তুই? ভয়েতে আমার গাটা যেন চুরি দিয়ে উঠ্লো! এখন অবিশ্যি সে কথাটা মনে হ'লে বড্ডই হাসি পায়, কিন্তু তখন যে আমার কি অবস্থা হ'য়েছিল, তা আর এখন আমি তোদের কি বল্বো! (শিউরান্ ভাব দেখাইয়া) তার সাক্ষী এই দেখ, এই এখনই গা'টা আর একবার শিউরে উঠ্লো!

দ্বিতীয়া। তাই ত, আমিও জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি! তা তার পর কি হ'লো?

প্রথমা। তার পর আমি দেখ্লুম বড় বেগোছ, কেন না, ভ'বলুম, যদি বলি, "তুই কে রে মিন্সে, আমাকে এ কথা বলিস্?" এবং এই ব'লে তাকে হঠাৎ হটাই, তা হ'লে কি জানি, হয় ত রেগেমেগে একটা কাণ্ড বাধালেও সে বাধাতে পারে; তাই কোনমতে তাকে

জয় করবার জন্যে, আমি দিব্যি মন-মজানো কথায় তখন ব'ল্লুম, দেখ ভাই! যদি তোমার বাস্তবিক এতটা দয়া আমার ওপর হ'য়ে থাকে, তা হ'লে একটা কাজ তোমাকে ক'র্ত্তে হবে,—আমার বাড়ীতে তোমাকে একবার কষ্ট ক'রে যেতে হবে!

দ্বিতীয়া। তাতে সে কি ব'ল্লে?

প্রথমা। 'সেধো ভাত খাবি,—না, হাত ধুয়ে বোসে আছি!' শুনেই যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো আর কি! বলে "তোমার শরীরে এত দয়া।" আমি বল্লুম, "তা তুমি যখন আমাকে এতটা ভালবেসেছ, তখন আমি বা তোমাকে একটু ভাল না বেসে থাকি কেমন ক'রে? সকল জিনেসেরই ত বিনিময় আছে। খেলেই যেমন খাওয়াতে হয়, কোন জিনিস নিলেই যেমন আবার তেম্নি একটা জিনিস তাকে দিতে হয়, ভালবাসার বিষয়েও আবার ঠিক তেম্নি ত কোর্ত্তে হয়। না কোল্লে, সে যে নেহাৎ অবিচার হয়।"

দ্বিতীয়া। তুই ত কম মেয়ে তা হ'লে নোস্?

প্রথমা। সাধ ক'রে কি হই, না হ'লে চলে কই?

দ্বিতীয়া। যাক্, তার পর কি হ'লো?

তৃতীয়া। সে সঙ্গে গেল?

প্রথমা। যাবে না?—বলিছি ত, 'সেধো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বোসে আছি!' ঐ শোনাও যা, আর সুড়্ সুড়্ কোরে পিছু পিছু অম্নি যাওয়াও তা! কিন্তু আমার বাড়ীতে গিয়ে তার যে নাকাল দিব, তা আর—কি—হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) তা আর কি ব'লবো!

তৃতীয়া। কি রকম? কি রকম?

প্রথমা। আর কি রকম!—হা হা হা! (হাস্য)

তৃতীয়া। তবু?

প্রথমা। আর তবু! প্রহার গো প্রহার, আর কি!—হা হা হা! (হাস্য)

তৃতীয়া। হেসেই যে তুমি খুন হ'লে দেখ্‌ছি!

প্রথমা। হাস্‌বো না?—ও মা ব'লিস্ কি তুই?—না হেসেও কি থাকা যায় এ কথায়? এ যে হাস্‌বারি কথা!—হা হা হা!—কি হ'লো জানিস্? আমার সঙ্গে ত গেল,—গিয়ে সটান্ একেবারে আমার সঙ্গে আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লো, কিন্তু—হা হা হা!—কি মজা দিদি! কি মজা!—ঘরেই আমার ভাতার সে সময় ছিল; সে অম্‌নি আমার ঠাঁই ব্যাপারটা না আগাগোড়া সব শুনে, আগাপাস্তলা ঘা কতক উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিলে আর কি!—হা হা হা!—

দ্বিতীয়া। পালাল না?—প'ড়ে প'ড়েই মার খেতে লাগ্‌লো?

প্রথমা। পালাবার সাধ্যি কি? আমার ভাতারের জোরে কি আর সে পারে? আমার ভাতার মদ্দখানি ত বড় কম না—সাক্ষাৎ ভীম যেন। তার হাত ছাড়িয়ে পালান কি মুখের কথা? তা ছাড়া চোরে আর সাধে কি কখন সমান হ'য়ে থাকে? কালার হ'লেও চোর ত সে বটে!

দ্বিতীয়া। তা বৈ কি! তা যা হোক্, আচ্ছা বাঁচন কিন্তু তুমিও বেঁচে গেছ ব'ল্‌তে হবে!

প্রথমা। তা খুব! হাঁ—তা তাই ব'ল্‌ছিলুম, আজকালকার কালে ভাল কি কারু সহজে থাক্‌বার যো আছে! পোড়া পাড়ার পাঁচটা নষ্ট লোকে অম্‌নি যেন তাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে!

দ্বিতীয়া। তাই ত! এই যে রাধা আমাদের নষ্ট হ'লো, তা এও কি আপনা হ'তে হ'য়েছে? কক্ষনই না; কেবল ঐ কেষ্টা ছোঁড়াই ওকে কৌশলে নষ্ট ক'রলে বৈ ত না! ঐ যে আড়ালে আব্‌ডালে থেকে এক একবার বাঁশীতে 'ফু' পাড়ে, ঐ বাঁশীর 'ফু'য়েই তামাম্ সর্ব্বনাশ হ'লো বৈ ত না!—যত গোপীর মন কেবল ঐ বাঁশীতেই ভুল্‌লো!

প্রথমা। ঠিক! (নেপথ্যে বংশীধ্বনি) ঐ শোন! আঃ, কি জ্বালা-নই জ্বাল্‌'চ্ছে ছোঁড়া!—কি কাল বাঁশীই ও পেয়েছে—বাজাতে শিখেছে!—কেলটা মজাতে ব'সেছে একেবারে!

(গীত)

ওলো, কি কাল বাঁশীই এলো, এ গোকুলে।
মজালে মন যত গোপীর,
কাঁদালে লো গোপের দলে ॥
চল্ চল্ পালাই আমরা ঘরে,
কে-জানে আমাদেরে কি এম্নি ফেরে,
সর্ব্বনেশে বাঁশীর স্বরে,
কারে না পাগল ক'রে তোলে ॥

চল্ ভাই। আমরা পালাই এখান থেকে, আর আমাদের এখানে থাকা উচিত না!

দ্বিতীয়া। তাই ত!—ও মা, গাটা আমার ছুরি দিয়ে উঠ্‌ছে যে!—চ ভাই, চ, পালাই।

প্রথমা। চ! চ!—ও মা, আমারো গাটা ছুঁরি দিয়ে উঠ্‌লো গো!

তৃতীয়া। (স্বগত) কত ঠাটই সব জানেন! বলে,—
"যান না, এমন নাইক ঠাই।
অথচ বলেন শঙ্কা নাই॥"

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—আয়ানের বাটীর অভ্যন্তর।

(জটিলা ও রাধা)

জটিলা। লক্ষীছাড়া ছুঁড়ী! আমার বৌ হ'য়ে তুই ব্যভিচারিণী হ'লি? —ধিক্ আমাকে, আর বেশী কি ব'ল্‌বো! সোণার ছেলে আমার—সাক্ষাৎ শিব ব'ল্লেই হয়!—তার অদৃষ্টে কি না, তুই ভালথাকীর-ঝি জুট্‌লি। আঁতুড়ে তোর মা তোকে নুন গেলাতে পারে নি? তা হ'লে যে কোন জ্বালাই আর থাক্‌তো না। এত তোমার পেটে! আসুক আয়ান, তার পর যা বিহিত, তা ক'চ্ছি।

(গীত)

(আগে) আসুক ঘরে আয়ান আমার,
বুঝ্‌বো লো তার পরে।
তোর পেটে যে এতটা গুণ,
জান্‌তো কে আগে ওরে॥
শিখেছিস তুই ভাল ছলা,
এই কি লো তোর ফুল তোলা,
এত লুকোচুরি খেলা,
বল্ কে শিখালে তোরে॥
আই মা লাজেতে মরি,
ইচ্ছে হয় বিষ খেয়ে মরি,
কিম্বা জলে যমুনারি,
ডুবি, জ্বালা জুড়োক্ ওরে॥

পাইনাকো মুখ দশের কাছে,
কেমনে বা বলি মিছে,
কুটিলে আপনি দেখেছে,
আছিস্ তুই নিয়ে কালারে ॥

কথাতেই আছে, "যা রটে, তা বটে" তার ওপর আবার কথা, এই যে আমার মেয়ে কুটিলে আপনি হাতেনোতে ধ'রেছে; অবিশ্বেস আর কি কোত্তে পারি? তুই যে 'নষ্টদুষ্ট' এতে, কোন সন্দহ আর থাক্‌চে না!

রাধা। মা! আমায় অকারণ আপ্‌নি দুষ্‌চেন।

জটিলা। তবু ব'ল্‌বি অকারণ? মেয়ে আমার হাতেনোতে তোকে ধ'রে, আবার তবু ব'ল্‌বি তুই অকারণ? এ যদ্যপি অকারণ হয়, সকারণটা কাকে ব'ল্‌বো বল্ দেখি?

রাধা। উনি কি হাতেনোতে ধ'রেছেন? কৃষ্ণ হ'লেন ভাগে সম্পর্কে; এ আপনারা কেমনতর কথা ব'ল্‌ছেন? মাগো!

(সুরে)

সূর্য্য-পূজা জন্য করি কুসুম চয়ন।
সখী সঙ্গে নিত্য ত মা, নহেক নূতন ॥
প্রতি দিন নূতন নূতন স্থান ফিরি।
চয়ন করি গো নিত্য নবপুষ্প সারি ॥
হেথা হোথা কত স্থান করিয়া ভ্রমণ।
উপনীত ক্রমে আজি গিয়া বৃন্দাবন ॥
তুলিতে লাগিনু ফুল হরষিত-মনে।
পড়িবে প্রমাদ হেথা কে তখন জানে ॥
যদি তাহা জানিতাম আমি আগে হ'তে।
আসিতাম তা হ'লে কি কভু এ বনেতে ॥
কৃষ্ণের পালিত সেই হয় বৃন্দাবন।
কাজেই হইল তথা কৃষ্ণ দরশন ॥

আছয়ে সম্পর্ক কিছু সনেতে উহার।
তাই কহি কথা, রক্ষিবারে শিষ্টাচার॥
কে জানিত, বিধি মোরে এত প্রতিকূল।
ঘটাইবে হেথা সেই, হেন হুলস্থূল॥
সত্য কথা কহি মা গো, কিছু মিথ্যা নাই।
অন্তরের কথা যাহা, জানেন গোঁসাই॥
মিথ্যা অপবাদ ইথে যে দিবে আমায়।
সে জন বিচার যেন করেন তাহায়॥
অবলা কুলের বালা সরলা যে অতি।
অতি পাপী সে, দোষ যে দিবে তার প্রতি॥

(গীত)

বলা নয় আমারে মিছে, রৈল যে ফল তোলা।
বলিলে আজি নয় আমায়, পাইয়ে অবলা॥
বলার বলা আছেই আছে,
জেনো ঠিক এ নয়কো মিছে,
পার পেলে নয় আমার কাছে,
আছে তো সে জনের ঠেলা॥
সে জন কারু নয় তো কেনা,
বড় ছোট সে বাছে না,
যার যেমন কাজ তেম্নিধানা,
ফল ত দিবে শেষবেলা ;—
না জানি না ভাবি মন্দ,
(তবু) মন্দ ভেবে করো সন্দ,
ছি ছি মা গো এ কি ধন্দ,
নাগর ভাগিনেয় কালা॥

জটিলা। ওলো, নটী হ'লেই যে সে নাটক করে, তা আমি খুব জানি। তোর কথার বাঁধুনির কাছে কি আর আমাদের কথার বাঁধুনি? আমরা কি জানি, আমাদের মত সাতগণ্ডা মাগীকে তোরা ফুঁয়ে ওড়াতে পারিস্! মোটের ওপর কথা এই, যখন তোকে ধ'রেছি আজ, তখন তোর আর নিস্তার নাই। তুই এখন এইখানে হাত পা বাঁধা পোড়ে বাবা গো মা গো ব'লে চেঁচাতে থাক। আমি আমার আপন সন্ধ্যে আহ্নিকের চেষ্টা দেখি গে। মা গো, এমন কল্লা বৌ!

[প্রস্থান।

রাধিকা। হা নারায়ণ? এই তোমার মনে ছিল।

(গীত)

ওগো, মনেরি বেদনা আমার মনে র'য়ে যায়।
কি জ্বালায় অন্তর জ্বলে যে, জানাই কা'হায়॥
ব্যথার ব্যথিত বিনে, ব্যথিতের ব্যথা কে জানে,
নিশিদিন এ মনাগুনে, মন যার নাহি পোড়ায়॥

অতীতের স্মৃতি নারায়ণ অতীতেই ডুবিয়ে দিলেন। নারীরূপে নরলোকে জন্মগ্রহণ করা, ওগো, এ কি অল্প কষ্টকর! আমি কে? আমি কে, এ কথা ভাবলেও কি আমার জ্ঞান থাকে? শ্রীদাম! কি ভয়ানক শাপই আমায় দিলে? এই কি তোমার উচিত বিবেচনা? সন্তান হ'য়ে মাতায় অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা কেবল তোমাকেই বা দোষ দিই কেন? আমিই কি খুব ভাল কার্য্য ক'রে'ছলাম? আমিই বা মাতা হ'য়ে তাকে অভিসম্পাত ক'র্‌লেম কি ক'রে? দোষ কারে দিব? যদি দোষগুণ এ সম্বন্ধে থাকে, তা হ'লে সে সকলই একমাত্র সেই ইচ্ছাময়ের। ইচ্ছাময় আপনি যা ক'র্‌বেন, তাই কেবল হবে বৈ ত নয়! তাঁর লীলা কে বুঝ্‌বে?—আমি কি এমন মহাভাগ্য ভাগ্যবতী যে, তাঁর

লীলা সর্ব্বতোভাবে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বো? আমার যে প্রাধান্য—ক্ষমতা লোকে গণনা করে, সে প্রাধান্য বা ক্ষমতা প্রকৃত কার?—আমার কি? আমি ত উপলক্ষ মাত্র। কি চৈতন্য লীলাচক্রই তাঁর, কোথা এক দীন ব্রাহ্মণ তপস্যা ক'র্‌লে কি না আমাকে পত্নীরূপে কামনা কোরে, অম্‌নি ইচ্ছাময় দিব্য অম্লানবদনেই তাকে বর দিলেন, "তথাস্তু!" যদি তা তিনি তখন না দিতেন, তা হ'লে কি আর আমায় এ কালা-কলঙ্কিনী নাম নিতে হ'তো? সামান্য এক ক্লীব নর আয়ান, তাকে কি না আমায় স্বামী ব'লে ডাক্‌তে হ'লো! ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ আমি ক'র্‌তে পারি না; কিন্তু আমার অন্তরের কথা ত তোমার কিছু অজানা নাই, আর যে আমি জেনে শুনে এ সব বাক্যবাণ সহ্য ক'র্‌তে পারি না, প্রভু।

(হাসিতে হাসিতে কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি, কি গো রাই সুধামুখি! ব'সে ব'সে ভাবছো কি অমন ক'রে? ভাব্‌ছো, কেন এখনো সেই সাক্ষাৎ সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী হ'য়ে এসে তোমাকে তোমার এই দুরবস্থার সময়ে উদ্ধার ক'রছেন না? তা, ভয় নেই, ভয় নেই, শীগ্‌গিরই তিনি তোমার কাছে এলেন ব'লে—বাঁশী বাজাতে বাজাতে। দয়াময়ের দয়ার জন্যে কি আবার ভাবতে হয় কাউকে? ঐ দেখ চেয়ে বরং, ঐ দূরে বাঁশী হাতে ক'রে সেই দয়ার সাগর গুণের নাগর সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী আসছে!

(গীত)

হোস্‌নে উতলা, ওলো রাজার বালা,—
বৃকভানু-সুতা শ্রীরাধে।
দেখ্, বাঁশী করে, ঐ আসে দূরে,
নাগর তোর ত্রিভঙ্গ ছাঁদে॥

এখনি আসিয়ে করিবেন মুক্ত,
ইচ্ছাময় তিনি, কি তাঁর শক্ত,
অভয় সে যে লো, যে তাঁর ভক্ত,
আসক্ত সে যুগরাজীব-পদে ॥
আমি লো তোমার ননদী দুঃখিনী,
আমারে নিদয়া হ'য়ো না যেন ধনী,
ব'লে সেই কান্তে, আমারেও একান্তে,
(যেন) ভুল না মিলাতে সে শ্যামচাঁদে ॥

ভয় নেই, এখনি সে এসে তোরে উদ্ধার ক'র্‌বে এখন। দেখ্ দেখ্, ঐ বুঝি এসে সামনে তোর দাঁড়ালো!

(আয়ানের প্রবেশ)

ঐ যা! যাচ্চোলে, এ যে দেখ্‌ছি, দাদা! সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তাটি তবে এ সময় কোথা গেল গো?

আয়ান। কি হ'য়েছে কুটিলে! 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা' কি?

কুটিলা। 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা' কি? কেন বুঝ্‌তে পাচ্চো না? শোনান কি কিছু? তা, দাঁড়াও, মাকে তবে ডাকি; তিনিই এসে সব বুঝিয়ে দেবেন এখন!—বাবা, বৌ ত নয়, সাক্ষাৎ কালনাগিনী! মা! মা!—মা গো!—একবার এ দিকে শীগ্‌গির আয়—দাদা এয়েছে! ও মা!—মা!—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) মা, ত'লো না,—নিজেই একবার যেতে হ'লো,—সে এমন কান-খাকী নয় যে, দু-এক ডাকে সাড়া দেবে!

[বেগে প্রস্থান।

রাধিকা। (সুরে)

শুন শুন, নাথ, তবে, শুন বিবরণ।
তোমার রাধার ভাগ্যে আজি যা ঘটন॥
না জানি না বুঝি কিছু আমি যে অবলা।
কাল হ'লো সূর্য্যপূজা হেতু ফুল তোলা॥
তুমি হে সাধক, আমি তোমার রমণী।
দেব-পূজা বিনা আমি কিবা বল জানি॥
ইথিউথি ফিরি নিত্য আনি ফুল তুলে।
কভু বা উদ্যানে কভু যাই বনস্থলে॥
উপনীত আজি ক্রমে গিয়া বৃন্দাবন।
করিতে লাগিনু সুখে কুসুম চয়ন॥
প্রমাদ ভাগ্যে যে হেন আছয় আমার।
আগেতে কেমনে বার্ত্তা জানিব বা তার।
তোমার ভাগিনা কানু, তাহারি সে বন।
সে তথায় গিয়া ক্রমে দিল দরশন॥
আপনার জন না কি জানি হে অন্তরে।
কুশল জিজ্ঞাসা তাই করি হে তাহারে॥
দুই চারি কথা মাত্র হয় তার সনে।
হেনকালে ননদিনী যায় সেই স্থানে॥
বলে, "হারে কালামুখী এ কি তোর রীত।
আজি দাদা এলে ঘরে করো যা উচিত॥"
তার পর এই দশা ঘরে মারে ফিরে।
তুমি জ্ঞানবান্ প্রভু দেখ বিচারিয়ে।
মরণ মঙ্গল মম দেখি যে এখন।
আর কোন সুখে বা হে ধরিব জীবন

(ক্রন্দন)

আয়ান। অ্যাঁ, বল কি! এত বড় অজ্ঞান এরা,—এত চণ্ডাল এরা! না, এই দণ্ডেই এর বিহিত আমাকে ক'র্‌তে হ'য়েছে! অবলা বালিকা পেয়ে, অকারণ এই পীড়ন তাকে? এস, কাছে এস, তুমি কেঁদ না; এই দণ্ডেই তোমার বন্ধন আমি মোচন ক'রে দিচ্ছি এস! (বন্ধন মোচন করিতে করিতে)

(গীত)

আমার এই ছিল কপালে (ওরে)—
দেখি দায় হ'লো যে, থাকা ঘরে।
একূলা পেয়ে, মায়ে ঝিয়ে,
এত খোয়ার দু'জনে করে॥
আই আই—কি ঘৃণা! এও কি কাণে যায় শোনা;—
এমন যে রাই কাঁচা সোণা,
(তারে) বিনি দোষে বাঁধে করে॥
স্থির হও রাই কেঁদ না আর,
তোমার কান্না সয় কি আমার,
নয় বাঁধন ও করে তোমার, বেঁধেছে আমারেই ওরে॥

স্থির হও, রাই! স্থির হও,—চুপ করো, তোমার ক্রন্দন আর আমি সৈতে পারি না! এস আমার সঙ্গে, ঘরে এস; চল, পূজার উদ্যোগ করি গে। [রাধাকে লইয়া প্রস্থান।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই দেখ্!—স্বচক্ষে ত ব্যাপার দেখ্‌লি! আর কখন এ সব কথা আমাকে শোনাবি? সাধে কি আমি ও সব কথা গায়ে মাখি না, এই জন্যেই মাখি না! আমার ছেলে কি তেমন?— ও যে ভেড়ো! বৌটা কি ওকে মানুষ রেখেছে যে, ও মানুষের মত কাজ ক'র্‌বে, ওকে সে মন্তরে বশ ক'রে ভেড়ো বানিয়েছে।

কুটিলা। ঠিক মা ঠিক!—কিছু ভুল নেই তাতে,—কিছু ভুল নেই!—ভেড়োই বানিয়েছে বটে,—ভেড়োই বানিয়েছে! (গালে হাত দিয়া) অবাক্ ক'ল্লে, মা! এমন কাণ্ড তো কেউ কখন শোনে নি!

জটিলা। এই শোন্ এখন, বোঝ্ এখন! (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) নে, আয় এখন, কাজকর্ম্ম করি গে; আর ভাব্লে মিছে কি হবে বল্!

কুটিলা। কাজকর্ম্ম তুমি কর গে, মা!—আমার আর গা ত আজ ওঠে না। (নাকে কাঁদিয়া) অ্যাঁ, আমায় যে একবারে জন্মশোধ এবার বসিয়ে দিলে গো!—ও গো, আর যে আমার হাত পা চলে না গো!—হাত্-পা যে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল গো!—

জটিলা। তা সেঁদোলো ব'লে কি আর ক'র্‌বো? জেনে রাখ্, যে, যে বের যে মন্তর, তাই কোত্তে হবে; তা ছেড়ে এক চুলও চোল্লে, চোল্‌বে না!

কুটিলা। বলি তা তো বুঝ্‌চি যে, চোল্‌বে না গো; কিন্তু বুঝেই বা কি ক'চ্ছি গো!—বাক্যি যে আর মুখে ফুট্‌চে না গো!

জটিলা। (ক্রোধভঙ্গিতে) তা, না ফুট্‌লে ক'র্ব্বে কি? যার স্ত্রী, সে যদি এ পসন্দ করে—ভালবাসে—সয়; তার অত মাথা ব্যথায় কাজ কি বাছা!—আয় ঘরে আয়।

কুটিলা। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) চল—ও—ও—মাই!—আর ভেবেই বা কি ক'র্ব্বো বল! কিন্তু বড় দাগা পেলুম মা!—প্রাণে বড় দাগাই পেলুম!—

(গীত)

মা গো! বড় দাগা প্রাণে, দিলে আজি দেখি,—
সরে না মুখে বাণী আর।
কব কি বেদনা জননি, বল না,—
ধিক্ জীবনেতে আমার॥

কলঙ্কিনী রাই, স্বচক্ষে দেখিনু,
সোদর ভগিনী বার্ত্তা জানাইনু,
তথাপি প্রত্যয়, অন্তরে না হয়,
এই কি বিচার গো ভ্রাতার ?
এত স্ত্রৈণ ছি ছি, হ'য়ে জ্ঞানবান্,
করিল কার্য্য এ কি মূর্খের সমান,
নীচ অজ্ঞানগণে, বল তবে কেমনে,
পারে করিতে ন্যায্য বিচার ॥

(দূরে আয়ানের প্রবেশ)

জটিলা। ঐ যে আয়ান আসছে। চোখ রক্তবর্ণ, হাত-পাও ক্রোধে যেন কাঁপ্‌ছে, সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে! (নিকটস্থ হইলে) এ কি, আয়ান! সহসা এ কি ভাব দেখি ?

আয়ান। কি ভাব ?

জটিলা। দেখি যেন রাগের লক্ষণ।

আয়ান। অকারণ, কর কি চিন্তন ?

জটিলা। অকারণ সকারণ তুমিই তা জান।

আয়ান। শুন মাতা, তোমারে সুধাই ;
কলঙ্কিনী রাই,
নহি ভাব কদাচন !
জানি বিধিমতে রাইয়ের চরিত্র আমি,
তুমি কি জানিবে তাহা, কহ গো জননি !
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা
অন্তরে যাহার নিশিদিন,—
সতীত্বের আধারস্বরূপা যে কামিনী,
কলঙ্কিনী কেমনে ভাব, মা, তার ?
হবে প্রত্যবায় জেনো মা ইহাতে।

আহা, অবলা বালিকা!—
নাহি জানে সংসারের কোন ছলা যেই,--
একমাত্র আমি বই নাহি ধ্যান জ্ঞান,
রাধিকার,
কত কষ্ট দিয়াছ জননি তুমি তারে!
তুমি মাতা, আমি সন্তান তোমার,
কি কবো তোমারে আমি এ হতে অধিক,
কিন্তু ধিক্ হেন বুদ্ধিতে তোমার,
বয়োদোষে বুদ্ধিভ্রংশ ঘ'টেছে নিশ্চিত!

(গীত)

শুন কহি জননি তোমারে আমি সার।
বয়োদোষে বুদ্ধিভ্রংশ নিশ্চিত ঘোটেছে তোমার ॥
মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা, যেই বৃকভানুসুতা,
কেমনে কহ গো, মাতা, দেখো তার ব্যভিচার?—
ছি ছি, এই কি বিবেচনা, অকারণ করো লাঞ্ছনা!
মিনতি করি গো মানা, ক'রো না, ছি, হেন আর ॥

রাধের প্রকৃতি,
নাহি ছাপা মম কাছে জানিও জননি!
স্থির এই বাণী,
স্বয়ং বাণী ও যদি কলঙ্কিনী হয়,
কমলায় কলঙ্ক স্পর্শায়,
আদ্যাসতী ভগবতী কলঙ্কেতে রয়,
তথাপি রাই আমার কলঙ্কী না হবে—
অক্ষয় অব্যয় রাধা সতীত্ব রতন।
কুটিলে! তোরেও নিবেদন,
হেন কুৎসিত বচন,

বারান্তর প্রয়োগ না ক'রিস্ রা'য়ে আর।

(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া)

ভাল, বলিস্ যে হাতেনোতে ধ'রেছিস্ তায়,

কি বা ধ'রেছিস্ ?

প্রত্যক্ষ দেখাতে মোরে পারিস্ কখন ?

কুটিলা। ভগবান্ দিন দিলে অবশ্যই পার্‌বো। আমায় কিছু দিন সময় আবার দাও, দেখ, এক দিন ধ'রে দিতে কখন পারি কি না!

আয়ান। ভাল, দিলাম মাসেক কাল সময় তোমারে,

দেহ ধ'রে

কিন্তু নাহি যদি পারো ?

কুটিলা। দিও শাস্তি, উচিত যা বিবেচনা ক'রে।

আয়ান। আচ্ছা, যাই আমি পূজার এক্ষণে;

সুযোগ প্রতীক্ষা করি, থাক তুমি কিছু কাল।

মাতা!

নিষ্ঠুরতা বারান্তর,

হয় না যেন হেন আর!

[প্রস্থান।

জটিলা। চ, আমরাও ঘরে যাই! আর দাঁড়িয়ে থেকে এমন ক'রে কি হবে ?

কুটিলা। চল (যাইতে যাইতে) সত্যিই ছুঁড়ী, দাদাকে আমার গুণ ক'রেছে, নৈলে দাদা কি আমার তেমন দাদা গা, যে, এমন অন্যায় বিবেচনা ক'র্ব্বে!

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাধাকুণ্ড।

(বৃন্দা ও রাধিকা।)

রাধিকা। প্রাণসখি! কি করি আমি বল দেখি, আর যে কালার বিচ্ছেদবাণ প্রাণে আমার সহ্য হয় না? সখি রে! কৃষ্ণ-প্রেমে যে মনপ্রাণ একেবারে সমর্পণ ক'রেছে, কৃষ্ণ ছাড়া হ'য়ে সে কি আর ক্ষণকালও প্রাণ ধ'র্‌তে পারে? বাঘিনী ননদিনী বিবাদী, সতর্ক প্রহরীরূপে দিবারাত্রি আমার পিছনে র'য়েছে; আমি কেমন ক'রেই বা কৃষ্ণ-দর্শনে আর যাই? প্রাণের হরি প্রাণে যে আমার সদা সর্ব্বক্ষণই বিরাজ ক'চ্ছেন, আমি দিব্য-চক্ষে স্পষ্ট তা দেখ্‌তে পা'চ্ছি, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে কই তা দেখ্‌ছি সখি? বৃন্দে! কি ক'রে সে রূপচাঁদে একবার চাক্ষুষ করি, ব'ল্‌তে পারিস্ না কি তুই?

(গীত)

বল্ বল্ বৃন্দে, আমায় বল্।
সে কাল-কমল, মুখ শতদল,
কবে পুন দেখা পাব তার বল্॥

দেখ হৃদিমাঝে, সে মূর্ত্তি বিরাজে,
অথচ তাঁহারে র'য়েছি আমি ত্যজে ;
এ কি খেদ কম, বেদনা বিষম,
ভীম মনাগুনে দহে অন্তস্থল ॥

বৃন্দা। (স্বগত) আহা! শ্রীমতীর যে কি মনঃকষ্ট, তা সর্ব্বজন-ব্যথার ব্যথী সেই শ্রীকৃষ্ণ বই আর কে বুঝবে? কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা কি জগতে কিছুতে আছে? যাই হোক্, কিন্তু একবার ছলনা ক'রে দেখ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ রাই! তোমার সকলতাতেই, ভাই, কিছু যেন বাড়াবাড়ি। এই চলাচলি তো সে দিন হ'য়ে গেল, তা দু-দিন কি ছাই তর্ সয় না? কে জানে ভাই, তোমাদের কেমনই প্রেম, প্রেমে যে একেবারে হাবুডুবু খাচ্চ, দেখ্‌তে পাচ্ছি! কোন্ লজ্জায় আবার তুমি শ্যাম সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাচ্চো বল দেখি? আর তাই চাও, না হয় নিজেই চাও; আমাকে আবার কেন ওসঙ্গে জড়াও ভাই? তুমি কৃষ্ণ সঙ্গে সুখসিন্ধু পার হবে, তুমি অনায়াসে দুটো গালমন্দ নিন্দেবান্দা সৈতে পার, কিন্তু আমি কেন অকারণ তোমার জন্যে তোমার কুটিলে ননদীর গাল খাব, সেটা আগে বল দেখি? আঃ! কতদিনে যে আমি এ গোকুলছাড়া হবো, তাও ত ব'ল্‌তে পারি না! ছাই কেন্‌তে ডাকাকুলো, কি ছাই কেবল আমিই তোমার আছি, আর কেউ নেই?—

"তুমি জান শ্যাম জানে তোমাদের কাজ!
কে থাকিবে ও কথায়, কে হেন নিলাজ?"

রাধিকা। বৃন্দে! তা, এখন তুমি অমি ব'ল্‌বে বৈ কি! কিন্তু এ পথের পথিক আমাকে কে করেছিল বল দেখি?—

যমুনায় লয়ে গেলে আনিবারে জল।
দেখায়ে চিকণকালা করিলে চঞ্চল।

মিলন যে দিন হৈল তাও তোমা হ'তে।
মজিলাম মাধবেতে তোমারি মতেতে ॥
আগেতে প্রেমের ফাঁসি পরায়ে গলায়।
এখন কেমনে বল নাহি ও কথায় ?
অকারণে কেন সই কর্‌হ কপট।
বুঝে যদি দেখ, এর তুমিই ঘটক ॥
তাজালো ঠাটের কথা বৃন্দে সহচরি।
লয়ে চল শ্যাম-পাশে দাসী হব তোরি ॥
যা হবার তাই হবে গালি খাই খাব।
যায় যাবে কুল তবু কালাপাশে রব ॥"

বৃন্দে। তা তো রৈবে, কিন্তু ?

রাধিকা। কৃষ্ণ মম দেহসখা কৃষ্ণ মম প্রাণ।
কৃষ্ণ মম কুলশীল কৃষ্ণ মম মান ॥
কৃষ্ণ মম গতি সই, কৃষ্ণ মম পতি।
সপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ মম মতি ॥
সে কৃষ্ণ না দেখি সই, বাঁচে কি গো রাই।
কৃষ্ণের মিলনে সই, চল শীঘ্র যাই ॥

প্রাণসখি ! আমার কি আবার কিন্তু আছে ? আমি কি কিন্তু বোলে কোন বস্তু কোথাও রেখেছি ? আমার সমস্তই যে আমি সেই কালার পণে বিকিয়ে দিছি, বৃন্দে।

(গীত)

বৃন্দে, কি আছে আমার কৃষ্ণ বিনে আর।
কিবা মম ধনজন, কিবা দেহ জাতি পণ,
জীবন যৌবন সবই, আমি দিয়েছি পণে কালার ॥
ছার কলঙ্ক সজনি, ছার লোকে কাণাকাণি,
পাইলে সে গুণমণি, গণি কিসে দুঃখ ছার ?

সুখের সমুদ্র মম, জানিও কালার প্রেম,
অক্ষয় অব্যয় অসীম সেই পারাবার,—
আজীবন মগ্ন তায়, রহিতে বাসনা হায়!
অথবা সে স্রোতোগায়, ভাসিতে লো অনিবার॥

বৃন্দা। তা, বেশ! তার জন্যে আবার চিন্তা কি তবে? যদি একান্তই এমন মন করেছ, ধনজন জীবন যৌবন দেহ [illegible] কিছুই আর লক্ষ্য রাখ্‌ছ না, তখন আর ভাব্‌বার বিষয় [illegible] কি আছে? পৃথিবীতে কলঙ্কের ভয়ই বেশীর ভয়, তা [illegible] যখন তুমি রাখ্‌ছ না, তখন আর তোমারে আঁটতে পারে কে? বল, কি ক'র্‌তে হবে, আমি এখনি কোচ্চি।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি ও গীত)

[illegible] (গীত)

কোথা রাই, রাই আমার প্রাণধন।
দাও দেখা তব কৃষ্ণে ত্বরায় আসি এ কুঞ্জবন॥
তুমি মম ধ্যান জ্ঞান, তুমি মম সে পরাণ,
না দেখি তব বয়ান, রহে দেহে কি জীবন?
এসো দয়াময়ি রাধে, বাঁচাও লো শ্যামচাঁদে,
তাপিত এ হৃদিপদ্মে, কর আসি উপবেশন।
এ দেহ-পিঞ্জরে মম, তুমি বিহঙ্গিনী সম,
বিনে তব অধিষ্ঠান, বল তায় কি প্রয়োজন॥

মালিকা। ঐ [illegible] মোরে ডাকিছে কানাই।
বংশীরবে ইঙ্গিতেতে মানস জানাই।
কর লো উপায় কর, করহ ত্বরায়।
বিনে কৃষ্ণ সন্দর্শন আর কি রহা যায়।

বৃন্দা। এর আর উপায় কর্‌বো কি? চরণ আছে, চালালেই ত পারো?

রাধিকা। তা ত পারি, কিন্তু বাঘিনী ননদিনীর ভয়ে যে বড়ই ভীত আমাকে হ'তে হ'য়েছে!

বৃন্দা। তবে আর কি হবে? একটা মন দু-দিকে দিতে গেলে চলে কৈ, বলো! শ্যামও রাখ্‌বে, আবার সেই সঙ্গে কুলও রাখ্‌বে, এও কি কখনো হ'য়ে থাকে? যদি শ্যাম চাও, তবে কেবল শ্যামই চাও—অন্য কিছু চেয়ো না, আবার যদি কুল রাখ্‌তে চাও, তা হ'লেও কেবল সেই কুলই চাও—আর কিছুর বাসনা রেখো না। এখন বল দেখি তুমি স্পষ্ট ক'রে, তুমি কোনটি চাচ্ছো? শ্যাম,—না, কুল?

রাধিকা। আমি শ্যামই চাই।

বৃন্দা। তবে কুল আর চেয়ো না। নাও, এসো তবে এখন কৃষ্ণ দরশনে যাই।

রাধিকা। চল যাই।

(গীত)

(চল) চল যাই ত্বরা করি কৃষ্ণ দরশনে।
যা হবার হবে, কি ফল ভেবে, মিছে ভাবনা এক্ষণে॥
কি ছার ননদীর বাধা, প্রাণ যে লো শ্যামচাঁদে বাঁধা,
সাবে, শ্যামের বামে শ্যামের রাধা,
কলঙ্কের ভয় আর কি মানে?
কয় কবে লোক কলঙ্কিনী, নাম যখন শ্যাম-সোহাগিনী,
আর কি তখন প্রাণসজনি, থাকি লজ্জার বাঁধনে॥

রাধিকা। যা থাকে কপালে, বৃন্দে! চল শ্যাম দর্শনে যাই। শ্যামকে

যদি আমি পাই, তা হ'লে হয় হোক্ কলঙ্ক, সে কলঙ্কে আমি ভীতা নই। শ্যামধনে যে রমণী ধনী, তার আর অন্য কামনায় কাজ কি, বৃন্দে? আমি শ্যাম-কাঙ্গালিনী, শ্যামকে পেলেই সুখী হই, অন্য কিছুই চাই না।

শুন প্রাণ-সহচরি, কৃষ্ণ বিনা প্রাণে মরি,
মন দহে দুরন্ত মদনে।
এ মোর কি হ'লো জ্বালা, কি গুণ করিল কালা,
কুলবালা ভুলি বা কেমনে?
বলি বটে শ্যাম ভুলি, আবার কথায় তুলি,
প্রাণ কিন্তু তখনি তা চায়।
বলে প্রাণ অয়ি প্যারী, শ্যামে কি ভুলিতে পারি,
শ্যাম যে প্রাণের প্রাণ হায়!
যা হবার তাই হবে, দেখি চল্ সে মাধবে,
লোকলজ্জা কিছু ভাবি নাই।
কৃষ্ণ ছাড়া হ'য়ে দূতি, যে থাকে সে মন্দমতি,
এ ছাড়া আমি ত নাহি চাই॥
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, হ'য়েছি যে আমি দাসী,
সে শশী বয়ান নিরখিব।
গাঁথিয়ে বকুলমালা, সাজাবো আজি সে কালা,
পরাণের যাতনা ঘুচাব॥

বৃন্দা। ভাল, চল তবে আগে তোমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই গে, তার পর সেই মনোমত সাজে সেজে সেই মনচোর শ্যামচাঁদের মন চুরি ক'রতে তুমি আবার তার কাছে হেসে হেসে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ো।

ভাল তবে এসো রাই, আর ব্যাজে কাজ নাই,
এসো তবে দিই সাজাইয়ে।
ক্ষণ বিলম্ব ধনী, লইয়া কেশমার্জ্জনী,
দিতেছি চিকুর চিকণিয়া॥

খঞ্জন নয়নোপরে, অঞ্জনে শোভিত ক'রে
গজমতি নাসিকায় দিব।
কর্ণে দিব কর্ণফুল, নাহি যার দিতে তুল,
সিঁতিভাগে সিন্দূর পরাব॥
একে এই মুখ-ইন্দু, তাহে অলকার বিন্দু,
ভালেতে শোভিত হবে ভাল।
দেখে মুখপদ্ম-শোভা, মধুলোভে হ'য়ে লোভা,
অলিকুল বেড়াবে ঘিরিয়া।
মুকুতার সাতনরী, দেহ গলে সহচরি,
ভুবন যাইবে বিমোহিয়া॥
কাঁচলি বিজলী প্রায়, পয়োধর আঁটা তায়,
তাডবালা দেহ দুই করে।
অঙ্গুলে মণি-অঙ্গুরী, পরো ওলো সারি সারি,—
নিমেষে নাগর-মন হরে॥
নিতম্বেতে চন্দ্রহার, আ মরি কি শোভা তার,
পরো চন্দ্রহার তুমি পাছে।
কোকনদ-পদোপরে, পরো রতন নূপুরে,
নূপুরের সম কিবা আছে॥

প্রাণসখি! যা যা ব'ল্লেম, এসো দেখি আগে এই অলঙ্কার-গুলিতে তোমায় দিব্বি ক'রে সাজাই। বিনা সাজগোজে, যাই ব'ল্লেই কি যাওয়া হয়? অষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত না হ'য়ে গেলে কি কখনো নাগর ভোলে? জান না কি যে পুরুষমানুষ কেবল চটকের প্রত্যাশী? বা'হিরের চটক কিছু না থাকলে কি কখনো তাদের মন ভুলান যায়?

(গীত)

ভূষিত অষ্ট অলঙ্কারে, হও লো তবে সত্বরে,
বিনা ভূষণে মন কি পাও তার?

পুরুষ রূপের দাস, রূপই চাহে বারমাস,
চটকে ঠসকে মুগ্ধ অনিবার ॥
এসো সাজায়ে তোমা, দিই রাই বিনোদিনি,
এমনি সাজাবো, হবে ভুবনমোহিনী ;
সে তো একটা নাগর, হৈলে হেন সহস্র নর,
সবাই মোহিত হ'তো হেরি সে রূপ তোমার ॥

রাধিকা। ছিঃ বৃন্দে! আজো তুমি শ্যামচাঁদকে চিন্‌লে না? সে কি আমার সেই নাগর যে, কেবল রূপে মুগ্ধ হবে? সে তো রূপের দাস কখনই নয়, সে গুণের দাস—প্রেমের দাস! তুমি আমায় কি সামান্য অষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত হ'তে ব'ল্‌ছো! সে আমায় যে অলঙ্কারে ভূষিত দেখ্‌তে চায়, এসো বরং সেই অলঙ্কারে ভূষিত যাতে হ'তে পারি, তার সবিশেষ চেষ্টা যত্ন পাই।

বৃন্দা। সে আবার কি অলঙ্কার?

রাধিকা। প্রেমালঙ্কার!

বৃন্দা। তা কি তোমার এত দিন দেহে ছিল না?

রাধিকা। কে ব'ল্‌তে পারে?

বৃন্দা। 'কে ব'ল্‌তে পারে' কি?

রাধিকা। থেকে থাক্‌তেও পারে, আবার না থেকে থাকতে পারে।

বৃন্দা। কেন, তুমি কি তা সঠিক জান না?

রাধিকা। কই আর জানি? মানুষের স্বভাবই চিরদিন এই যে, তারা প্রত্যেকেই এই মনে করে, আমার শরীরে যতটা রূপ বা গুণ, এতটা বোধ হয় আর কারু শরীরেই নেই, কিন্তু বাস্তবিক কি তারা সকলেই সেই রকম রূপবতী—গুণবতী? যদি এমনি ক'রে প্রেমের টানে গা-ভাসান দিয়ে বরাবর এ যৌবন-নদী পার হ'য়ে যেতে পারি, তা হ'লে পরেকে ব'ল্‌লেও একদিন বরঞ্চ ব'ল্‌তে পার্‌বো যে, হাঁ, আমার শরীরে প্রেমালঙ্কার একটু একটু

আছে বটে ; আজ্ কি ক'রে সহসা ব'লি বল দে. বৃন্দে ?
এখন সেটা বলা কি কোনমতে ঠিক সাজে ?

(গীত)

(ওলো) যদি পারি এ যৌবন-সঙ্কটে বাঁচিতে।
তবে ত বলিতে পারি, শুন প্রাণ-সহচরি,
প্রেমালঙ্কার আমারি, আছে বটে দেহেতে ॥
(ওলো) মুখেতে গরব শুধু করিলে কি চলে,
গরব সার্থক তবেই, যদি কাজে কিছু ফলে ;
নতুবা কেবল বাক্যে, সে গরব চাহে বা কে,
চাহি না গরবিণী হ'তে, আমি বাক্যের গরবেতে ॥

বৃন্দা। বটে! তা বেশ! তা, তবে এ সকল অলঙ্কার পোরছ না?

রাধিকা। না।—ছিঃ! তবে তুমি যদি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হও, তা হ'লে, আমাকে তা পোরতে হয় বটে!

বৃন্দা। আমার সন্তোষ অসন্তোষ তোমার কি?

রাধিকা। কি?—প্রাণহানি, মানহানি ইত্যাদি কত কি! তুমি কি আমা ছাড়া? তুমি যে আমার ডানহাত বৃন্দে! এ তোমার কেমন কথা বৃন্দে?

(গীত)

বৃন্দে! এ তোমার কথা কেমন?
তুমি আমি পরস্পরে, আছি যে লো একান্তরে,
তোমা ছাড়া দণ্ডেক কি বাঁচে এ জীবন?

তুমি মম ডান হাত কার্য্যের কালে,
তুমি সে প্রাণের প্রাণ আছ অন্তস্তলে,
সন্তুষ্ট তুমি নও যাহে, মন আমার ধায় কি তাহে ?
তোমার সন্তোষেই সন্তোষ আমার যে অনুক্ষণ ॥
চল বৃন্দে চল আমায় সাজায়ে দিবে,
আর কোন্ শালী তোমায় সাজিব না বলিবে ;
থাকয় তোমার সাধ, সাধি না সে সাধে বাদ,
পরমাদ প্রাণ-জসনি আর না ঘটে যেমন ॥

চল আমি অষ্টালঙ্কারে ভূষিত হ'চ্ছি।

বৃন্দা। চল।

(নেপথ্যে পুনর্বংশীধ্বনি)

রাধিকা। ঐ শোন বৃন্দে! বাঁশী আবার আমায় ডাক্‌ছে।—আর যে আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না বৃন্দে!

(গীত)

ঐ ডাকে আমায় শ্যাম, বাঁশীর স্বরে।
শোন্ লো শোন্ বৃন্দে, কত কাতরে ॥
বলে, "কোথা রাধা", এসো দয়া করি,
প্যারি রে তোর তরে আমি কাতর যে ভারি,
এসো প্রাণ-প্যারি, কুঞ্জে তোর হরি,
রহে যে দাঁড়ায়ে, দেখা পাইতে তোমারে ॥
ক'রো না বিলম্ব ওলো, আর ত ক্ষণকাল,
বাড়ায়ো না চিতে, আর এ যাতনা-জাল ;
প্রাণে বড় তৃষা, পিরীতি পিয়াসা,
ঘুচাও লো পিপাসা, দাসে দয়া ক'রে ॥

বৃন্দে! বাঁশী শুন্‌তে পাচ্ছনা কি?

বৃন্দে। খুব পাচ্ছি!

রাধিকা। চল তবে যাই।—

বৃন্দে!
ক'র না বিলম্ব আর কিঞ্চিৎ সময়,
শোন,
সকাতরে কয় কত বাঁশী,—
"এসো লো রূপসী রাধে!
প্রাণ কাঁদে তোমার তরে যে।"
বৃন্দে! বৃন্দে!
চল চল চল ত্বরা করি,
দেখে আসি হরিরে আমার।
হরি! হরি! যাই—যাই,—
হ'য়ো না কাতর;
কলঙ্কের ডর,
নাহি রাখে শ্রীরাধিকা আর।
যা'হবার হউক ভাগ্যেতে,
তোমার স্থানেতে,
যাইবই আমি চিরকাল;
কলঙ্কে জঞ্জাল ইথে কি আনিতে পারে?
এসো; সখি! এসো ত্বরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কংস-রাজসভা।

(কংস, সভাসদ্গণ, সভানির্ম্মাতা ও মন্ত্রী)

কংস। কহ, হে সভানির্ম্মাতা!
করিলে কেমন সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ?—
দৃষ্টিমাত্রে, বিমোহিত হবে ত সকলে?

সভা। মহারাজ!
কি কব সভার শোভা,
সুরাসুর-মনোলোভা সেই সভাস্থল,—
মণি-মুক্তা-সুবর্ণ-খচিত যাহা অতীব অদ্ভুত।
স্থলে স্থলে ভ্রম হয়,
যেন জলময় সব জলে,
স্তম্ভদলে স্ফটিকের কাজ;
হেন সাজ, ভুবনে নিশ্চিত কভু নাই।
বিচিত্র বনাত দিয়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া,
দিছি তদুপরি শাল বিছাইয়া,
দেখিয়া অবাক্ জগজন।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়—
অপ্রমেয় খাদ্য কত রয়,
মহাশয়,
ত্যজি ভয়, বলিছি নিশ্চয়,
হেন সভা হয় কি না হয় মেদিনী-মাঝারে।

যদি কোন নরে,
দেব কি অসুরে,
নিন্দা করে কিছুমাত্র এ সভায়,
কহি সার,
দিওনাক পুরস্কার তুমি,
অপিচ বিদায় মোরে ক'রো খেদাইয়া!

কংস। উত্তম! উত্তম!
ভাল, বিশ্রাম লভহ তবে গিয়া
ক্ষণকাল,
পরে নিরখি নয়নে,
যা হয় বিধানে,
কহে যাহা দশজনে,
অবশ্যই সন্তোষিব যোগ্য পুরস্কারে।

সভা। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রণাম ও এক দিকে প্রস্থান।

কংস। এই ত সভামণ্ডপ প্রস্তুত; এখন কি করা কর্ত্তব্য? একবার অক্রূরকে ডাকাই। (প্রকাশ্যে) মন্ত্রি!—

মন্ত্রী। কি আজ্ঞা হয়, মহারাজ!

কংস। ডাকি দেহ অক্রূরে ত্বরায় একবার।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কংস। দেবর্ষি নারদ নাহি মিথ্যা কভু কবে।
অবশ্যই নন্দসুত কানাই বলাই,
শত্রু তারা—বাড়িছে গোকুলে দিন দিন!

ভাল, যদি সত্যই এ বাণী,
আমিই বা কেন নাহি করিব সংহার
তাহাদের,
ছলে বলে যে কৌশলে হোক্
আনি হেথা আপন বশেতে ?
অবশ্য করিব !
ধনুর্যজ্ঞছলে আনি বধিব দু'জনে
এই স্থির মোর।

(মন্ত্রী সহ অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। কিবা আজ্ঞা মহীপাল !
কংস। যাও ত্বরা গোকুলে বারেক,
ধনুর্যজ্ঞ-কথা মম
জানাইয়া আইস তথায় জনে জনে,
বিশেষতঃ
রামকৃষ্ণ দুইজন নন্দের নন্দন,
নিমন্ত্রণ সেই দুইজনে—করিবে অগ্রেতে।
বড় প্রিয় তাহারা আমার,
তেঁই
দরশন সে দোঁহার চাহি আমি, হে অক্রূর।
অক্রূর। যথা আজ্ঞা, নৃপমণি !
এখনি যাইব আমি—কি ভাবনা তায় ?
(স্বগত) ধিক্ ক্রূর পাপিষ্ঠ তোমায় !
স্বেচ্ছায় ভুজঙ্গ-শিশু আনিছ আলয়ে ?
ভাল, যেরূপ খল মন,
ভীষণ দংশনে এবে,
পাইবে উচিত মত পুরস্কার তায়।

(গীত)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ পাপী ক্রূরকর্ম্মান্বিত জন।
সাধ করি আপনি ঘটাও আপন মরণ॥
জান না, কারে তুমি সংহার-ইচ্ছাতে,
পাঠাও আমারে, আনিতে এ আলয়েতে,
কি শক্তি তোমারি, বধিতে সে শ্রীহরি,
কেবলি করিছ ইহা নিজ বধ কারণ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, আজ্ঞায় যাহারি,
তাহারে হত্যা তুমি করিবে ছল করি,
ধিক্ রে হীনমতি, ভুঞ্জহ দুর্গতি,
যেমতি করম, ফল, লভহ এবে তেমন॥

(স্বগত) হায়, কর্ম্মসূত্রে বদ্ধজীব! তোমার কর্ম্মফল কোথা যাবে? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা মহারাজ! তার জন্যে আর চিন্তা কি, আমি এই দণ্ডেই যাচ্ছি।

কংস। হাঁ, অক্রূর! তুমি এই দণ্ডেই গোকুলে যাও, গিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। তাদের দুজনে দেখ্‌তে আমার বড়ই সাধ হ'য়েছে। আহা! তারা না কি সুবালক।

অক্রূর। আজ্ঞে, হাঁ, তারা অতি 'সু!—অতি সু!' (স্বগত) জান্‌তেই তা পারবে ক্রমে যে, তারা কতটা 'সু!' নির্ব্বোধ মোহান্ধ জীব! এখনও তোমার ভ্রান্তি গেল না? তোমার এই ভয়ঙ্কর কারাগার থেকে অবাধে এই সকল রক্ষীগণের চক্ষে ধূলি দিয়ে যে এক ফোঁটা শিশু স্বচ্ছন্দে যমুনাপারে গোকুলে চোলে গেল, এবং যাবৎ না তার পিতা আবার এই কারাগারমধ্যে নিরাপদে পৌঁছিল, তাবৎ সেই রক্ষীগণের জ্ঞান কিছুতে হ'লো না, সে

শিশু যে ব্যক্তিটা প্রকৃত কি প্রকার হ'তে পারে, তা একবার ভেবে দেখ্‌লে না? তা ছাড়া, পূতনা-বধের ব্যাপারটাও কি একবার ভেবে দেখ্‌তে পাল্লে না? যে পূতনা রাক্ষসীর মায়ায় ও ক্ষমতায় কত কোটি কোটি মানুষ এক সময়ে কাল-কবলে গিয়েছে, সেই পূতনা রাক্ষসীকে বধ ক'ল্লে কি না এক রত্তি একটা শিশু—এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা? এ ছাড়া তৃণাবর্ত্ত-বধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ইন্দ্রদমন এ সকল ত আছেই; এ সকল দেখে শুনেও চৈতন্য হ'লো না? অথবা, আমিই বা কি ভুল বোক্‌ছি, তাও কি কথন হ'তে পারে,—এ সকলই যে সেই পরম চক্রীর চক্রগুণে হ'চ্ছে!

(গীত)

আহা কি সুন্দর হরি, তোমার বিধান।
কি সাধ্য বোঝে ইহা, মোহান্ধ নরগণ?
তুমি হে লীলাময়, সকলি তব লীলায়,
সম্পাদন হয়, হয় ত চিরদিন।—
তোমার কার্য্য যাহা, তুমিই সাধিবে তাহা,
কিবা করিতে পারি, আমরা মর্ম্ম গ্রহণ॥
প্রণতি পদে কোটি, হে হরি পীতধটি,
বনমালী ওহে বংশী-বদন।—
তব শুভাভিলাষ, হোক্ পূর্ণ হে শ্রীনিবাস,
মম প্রাণের আশা হয় যেন পূরণ॥

(প্রকাশ্যে) তবে আমি চ'ল্লেম?

কংস। হাঁ, এসো।

[অক্রূরের প্রস্থান।

দেখিব, কেমন সেই অরি, এইবার।
মন্ত্রি!
অগ্রে করি উপস্থিত কার্য্যের উদ্ধার,
তার পর
পুরস্কার যথাবিধি করিব সবার।
এসো সভাভঙ্গ করি এবে,
যাই
নব সভামণ্ডপ যেথায় সুরচিত
করিতে দর্শন।

মন্ত্রী। চলুন ভূপতি!
তব আজ্ঞা অনুবর্ত্তী মোরা চিরদিন।

(গীত)

চল চল হে রাজন্! করি সত্বর দরশন।
কোথায় রচিত নব সভা করি ঈক্ষণ ॥
কি চিন্তা শঙ্কর আছেন সহায়,
জিনিবে সে অচিরে কিবা ভয় তায়,
যেরূপেতে পারি, লইব প্রাণ তারি,
কি সাধ্য ধরে হরি, তব সহ করে রণ ॥
সতর্ক প্রহরী রবে চারিভিতে,
আগুলিবে দ্বার মত্ত মাতঙ্গেতে,
পদের দলনে, সে বধিবে জীবনে,
বিশ্ব-বিজয়ী তব সৈন্য জনে জন ॥

মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত-মনে অতঃপর অবস্থান করুন। সেই একরত্তি ক্ষুদ্র শিশু আপনার ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত দৈত্যপতির কি ক্ষতি ক'র্‌তে সমর্থ? আসুন! দ্বারে দ্বারে সতর্ক এক এক প্রহরী এবং এক এক মত্ত মাতঙ্গ রেখে দিন, রাজধানীতে এসে তারা দুই ভাই একদিকে প্রবিষ্টও হবে, আর অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই পুঁটিমাছের মতন তাদের প্রাণটা আর এক দিক দিয়ে বেরিয়েও যাবে।

কংস। ভাল, চল কতদূর কি কোরে উঠ্‌তে পারি, দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—আয়ানের বাটী।

(কুটিলা ও আয়ান)

কুটিলা। বেশ, এসো সঙ্গে! আজই আমি তোমাকে হাতে-নোতে ধ'রে দিচ্ছি।

আয়ান। পারবে?

কুটিলা। খুব পারবো।

আয়ান। ভাল, চল যাচ্ছি। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, অর্থাৎ তুমি হাতে-নোতে ঠিক ধরিয়ে দিতে পার, অবশ্যই তা হ'লে আমি তাদের উচিত মতন শাস্তি দেবো; কিন্তু যদি না পার, তা হ'লে তোমাদেরও বড় সহজে ছাড়্‌বনা, রুক্ষকুক্ষ অপমান তোমাদিগকে তা হ'লে হ'তে হবে।

কুটিলা। আচ্ছা, কুছ্ পরোয়া নেই, চল সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছি। চোর কত দিন চুরি ক'রে পলাতে পারে, এক দিন না এক দিন ধরা পড়্‌তেই হবে। কথাতেই আছে, দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের। আমি মিথ্যে বল্‌ছি কি সত্য বল্‌ছি, আজ একবার নিজে গেলেই টের পাবে।

(গীত)

(চল) দেখিবে কেমন সতী-নারী তোমার আজ।
ছি-ছি-ছি কি ঘৃণা, এমন পুরুষ ত দেখি না,
ব্যভিচারী নারীরে না ত্যজে, মা এ কি লাজ ॥
কি বুদ্ধি তোমারি দাদা আমরি মরি,
তোমার বুদ্ধির কথা যাই বলিহারি,
তোমার রাই-ই আপনার অতি, আমি পর সম্প্রতি,
ধন্য কালের রীতি, ধন্য কালের কাজ ॥
তুমি সহোদর মম, আমি সহোদরা,
উচিত কি মম সাথে তোমার এমন করা,
কিসে অবিশ্বাসিনী, হই বল না শুনি,
তোমার ভগিনী আমি এতই কি নিলাজ ?
ভাল, যা হইবার আজ তা হইবে,
আজ কুটিলে তারে কিছুতে না ছাড়িবে,
প্রাণ রৈল পণ, তথাপি আকিঞ্চন,
করো সাথেতে গমন, আজি হে সে কুঞ্জমাঝ ॥

আজ চল তবে, দেখো হাতে-নোতে ধরাতে পারি কি না? তুমি কি এমনি মিথ্যাবাদিনীই আমায় ঠাওরাও? জান না কি তুমি যে,—

"যে গাছের বাঁশ তুমি।—
সেই গাছের বাঁশিনী আমি?"

চল।

আয়ান। ভাল, চল্ দেখাবি। কখনই দেখাতে পার্‌বি নি। রাইকে কলঙ্কিনী কার সাধ্য বলে? আমি কি রাইকে জানিনি? ভাল, কথায় কাজ নেই—তর্কে দরকার নেই—সঙ্গে আয়—দেখিয়ে দে। যদি একবার দেখাতে পারিস্, তবে বলি যে, হাঁ, তুই সত্যবাদিনী; নৈলে কে শোনে ও কথা? কাণ আছে কি না, সেটা কাণে হাত দিয়ে না দেখে কাকের পিছু পিছু দৌড়ানো মূর্খের কাজ! অমন কাজ আমি করি না! পরের মুখে যে ঝাল খায়, তাকে কি লোকে মানুষ বলে?

(গীত)

আমি খাই না পরের মুখে ঝাল কোন কালে।
এতে যা ঘটে ঘটুক্ আমার কপালে॥
আপন নয়নে যা না করিব দরশন,
করিব না বিশ্বাস তাহে কখন,
হাতে-নোতে ধ'রে, পার দেখাতে মোরে,
মানি তবে ত কথা তব সত্য ব'লে।
চল্ ল'য়ে মোরে কোথা সে কুঞ্জবন,
যথা রাধা মোর করিছে বিহরণ,
দেখিব কাহারে, ক'রেছে নাগর সে রে,
নিশ্চয় তার জীবন লইব সত্য হ'লে॥

কুটিলা। ভাল, চল দেখাতে পারি কি না!

আয়ান। চল্।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৃন্দাবন।

(শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণ)

শ্রীরাধিকা। হের নাথ!
ক্রোধভরে আসিতেছে দুরন্ত আয়ান।
হে বংশী-বয়ান!
কি হবে কি হবে সদুপায়?
হের কম্পান্বিত কায়—
দশদিক্ শূন্য করি দরশন,—
বাতাহত কদলী যেমন,
ঘন ঘন কাঁপে কলেবর!

(গীত)

হের হের প্রাণনাথ, আসিছে দুরন্ত আয়ান।
কহ কিবা সদুপায় কহ হে বংশীবয়ান॥
রাহুগ্রাসে যথা শশী কম্পিত-কায়,
খগেন্দ্রে নিরখি সাপিনী করে হায় হায়,
তেমতি কম্পিতা, আমি হে ভয়ে ভীতা,
দেহ হে অভয়, আমারে মতিমান্॥

ননদী বিবাদী ঘটালে প্রমাদ,
করিল নিশ্চিন্ত জীবনের সাধ,
না বধি প্রাণ আমার, তাহার কি ক্ষান্ত আর,
আজি প্রাণ যায় রাধার, তুমি না রক্ষিলে প্রাণ ॥

নাথ! কি হবে কি হবে?—
কি করিলে মান প্রাণ সব রক্ষা পাবে?
পালাও পালাও কিম্বা তুমি প্রাণ নিয়া,
যা হবার মম ভাগ্যে হোক্,
সাক্ষাৎ শমন হেন আসিছে আয়ান
হের,
নিশ্চয় নাহিক ত্রাণ আর!
ভীমাকার ঘূর্ণিত লোচন,
হের করে আগমন ঐ শ্যাম!
গুণধাম, রক্ষা কর, নিজ প্রাণ—
পালাও পালাও,
শুন বচন আমার হরি!
যায় যাবে প্যারী পরাণেতে,
কিবা ক্ষতি তাতে,
তুমি রক্ষা পাও শ্যাম এই নিবেদন।

কৃষ্ণ। শঙ্কা ত্যজ শশিমুখি কেন ভাব দায়?—
অকারণ কি হেতু আশঙ্কা রাধা?
সাধ্য কি আয়ান বধে জীবন তোমার?
ধৈর্য্য ধর হেমাঙ্গিনী
কথা শুনি মোর,—
হ'য়ো না উতলা বিনোদিনি!
হের,
কৃষ্ণ-কালী হইব কেমন আমি। (কৃষ্ণ-কালীরূপ ধারণ)

দ্বিভুজ ঘুচায়ে দেখ হৈনু চতুর্ভুজ,
বাঁশী ত্যজি ধরিলাম অসি,
ললাটে অর্দ্ধেন্দু কিবা মুণ্ডমালা গলে,
এলোকেশী, লোলজিহ্বা দোলে লকলকে।—
নির্ভুক্ত পূজায় তুমি রহ,
ক্রোধ ত্যজি সন্তুষ্ট হইবে সে আয়ান!

(গীত) এখন ভাবনা কেন

কেন চিন্তা কর অকারণ, বিধুমুখি কর শ্রবণ।
কৃষ্ণ কালীরূপ আমি করিনু ধারণ,
কর আমার পূজন ॥
কালিকা-পূজাতে আছ তুমি রত,
নিরখিলে সে ত হবে না আর ক্রোধিত,
বরঞ্চ সন্তোষে, দ্বিগুণ ভালবেসে,
লইয়ে যাবে বাসে, পুড়িবে শত্রু-বদন ॥
মহা কালীভক্ত ঐ আয়ান জানি,
কেন চিন্তা ভয় শুন শুন কল্যাণি,
রহ ভক্তিভরে, নেত্র মুদিত ক'রে,
পূজিতে আমারে, কর উপবেশন ॥

(কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। ধিক্ তোরে পাপিষ্ঠা ভগিনী!
এই কি রে রাই কলঙ্কিনী?
কোথা কৃষ্ণ ভাগিনা আমার,
কার সনে করে ব্যভিচার, রাধা?
হের দেখ, কালিকা হেথায়,
কালীর পূজায় রত প্রেয়সী আমার।

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাই ত!

আয়ান। দেখ্ দেখি ছুটা, এ কি মূর্ত্তি সম্মুখে?—দেখ্ দেখি রাধা এ কার পূজায় নিযুক্তা?

(কালী-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করত)

জয় জয় জয়ঙ্করী কালী কপালিনী।
জয় ঘোররূপা ও মা তমবিনাশিনী॥
জয় জয় আদ্যাশক্তি শিবে সারাৎসারা।
জয় জয় চণ্ডমুণ্ড খণ্ডকর্ত্রী তারা॥
নগবেণী জয় জয় ঈশানী শ্মশানী।
শুম্ভহন্ত্রী শম্ভুকান্তা শম্ভু-প্রমোদিনী॥
জয় জয় অসিধরা অসিত বরণী।
জয় জয় রুদ্রাণী—রুধির-বিভূষিণী॥
সুরেশ্বরী জয় জয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী।
সদানন্দ-জায়া জয় জয় শাকম্ভরী॥
জয় জয় মহাকালী কৌষিকী কপালী।
নিস্তারিণী জয় জয় নরমুণ্ডমালী॥
জয় জয় সৃষ্টিকর্ত্রী ছিন্নমুণ্ডধারী।
জয় জয় যোগনিদ্রা যোগিনী-বিহারী॥
শুভঙ্করী জয় জয় শিবা শূলহস্তা।
জয় জয় জগদম্বা জয় ছিন্নমস্তা॥
সকলের সার কালী তুমি গো আপনি।
আমি মূঢ় তব তত্ত্ব কি জানি জননী॥
অনন্ত তোমার তত্ত্বে নিত্যধামে রয়।
তথাপি কি বস্তু তুমি না চিনি নিশ্চয়॥
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার।
কখন পুরুষ কভু নারীর প্রকার॥
হয় হ'য়ে কভু কর ত্রিশূল গ্রহণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কখন ধারণ॥

কভু রামরূপেতে ধনু ও শর করে।
কখন সমরে ধাও অসি করে ধ'রে ॥
অনন্ত মহিমা তব কে পারে বর্ণিতে।
এক হৈতে কত হও জীব তরাইতে ॥
কিন্তু সাধকের ঠাঁই ভিন্ন নহে মুক্তি।
একে পাঁচ পাঁচে এক এই শিবযুক্তি ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
সত্য সত্য তুমি সত্য নিত্য নিরঞ্জন ॥
অতি মূঢ়মতি আমি কিছুই না জানি।
নিজগুণে ভবভয় ঘুচাও ঈশানী ॥

(পুনঃ প্রণাম ও গাত্রোত্থান করত)

(কুটিলার প্রতি) কই, কালা, কুটিলে! এই জন্যেই কি তুই রাধার নামে রোজ এইরূপ কলঙ্ক রটনা ক'রিস্?

(গীত)

কৈ কৈ কুটিলে হেথা কালা?
দেখ্ বিশ্বময়ী-বেশে ব্রজে ফিরিছে করালা ॥
আহা মরি কমলিনী, পূজে আদ্যা ত্রিলোচনী,
ধন্য ধন্য ধন্য বৃকভানুবালা ॥
না বুঝে দিস্ যে বাদ, এ তো নয় কম প্রমাদ;
না জানি মনের সাধ, কি, তোর কুটিলা,—
কালীমাতা দরশনে, এসেছে প্রিয়া এখানে,
তুই রটাস কলঙ্ক নামে, কেন গায় জ্বালা ॥

রাক্ষসী! এই কি রে তোর নন্দনন্দন কৃষ্ণ? এই কি রে কালার সনে রাধার ব্যভিচারে আসা? সয়তানি! বল্ তুই কেন

এ মিথ্যা রটনা পাড়ায় পাড়ায় ক'রে বেড়াস? কেন, এমন ক'রে তুই দশের কাছে আমার এ উচ্চমাথা হেঁট্ করিয়ে বেড়াস্? বল্, তোর কি মনের অভিপ্রায়? তোকে ঘরে পোষা, আমার দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হলো না কি? অ্যাঁ, তোর এত গায়ের জ্বালা কেন রাধার উপর? আহা! এমন সতীলক্ষ্মীর নামে তোর এমন কলঙ্ক রটাতে জিহ্বায় একটু ব্যথা লাগ্‌লো না কি? চণ্ডালিনি! তুই কখনই আমার ভগ্নী হবার যোগ্য নোস্। দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হ!—এমন হতভাগিনী তুই! বল না কোথা সেই নন্দ-নন্দন?

কোথা নন্দের নন্দন, বল্ না এবে বচন,
এখন নির্ব্বাক্ কেন রো'স্।
মজিয়া নিত্য আমোদে, জবা বিল্বদলে রাধে,
পূজে কালিকায়, কিসে দোষ?
আজি মোর ধন্য কায়, দরশন ক'রে মায়,
এতাদৃশ শমনে আসি হেথা।
এ যদি রে ব্যভিচারী, কোথা তবে সতী নারী,
বল্ না রাক্ষসী এই কথা?
ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন, যে পদ করে সাধন,
হেন নারী পাত্র কি নিন্দার?
সাধ্বী সতী কমলিনী, যেই পূজে কাত্যায়নী,
কলঙ্কিনী কোস্ কি প্রকার?

রে হতভাগিনী ভগিনি! কি বোল্‌বো যে তুই আমার সহোদরা, নৈলে তুই কেমন কলঙ্ক রটনা করিস্, তাই একবার আমি দেখ্‌তুম। তোকে কি আস্ত রাখ্‌তুম, তা হ'লে তুই আঁচ করিস্?

কুটিলা। দাদা! তুমি না বুঝে আমার নিন্দা ক'র্‌ছো কেন? তুমি কি ভুল বোক্‌ছো? তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না যে, এ সকল কেবল মহাভেল্কী? ভেল্কীতেই শ্যাম শ্যামা সেজেছে বৈ ত না! দেখ, সেই বাঁকা ঠাম!—শ্যামার কি কখন বাঁকা ঠাম হয়?

যদি বল ভেল্কী কেমন; কেন, তুমি কি জান না যে, শ্যাম একটা মহা ভেল্কীওয়ালা। ভোজবিদ্যাতে শ্যামচাঁদ মনে ক'ল্লে কি না ক'র্‌তে পারে? তোমার কি পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু মনে নাই? যে সময় মহাবাড়বানল জ্বলে উঠেছিল, কালা সেই সময় সেই অনল কি ভক্ষণ ক'রে ফেলে নি? আরও এক কথা, মনুষ্য হ'য়ে কি কেউ পর্ব্বত ধারণ ক'র্‌তে পারে? কালা যে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'ল্লে, কি ক'রে ক'ল্লে বল দেখি? কালীদহে নেবে কালীয় অজাগরকে সে দমন ক'রেছে; অকা বকা তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি কত দৈত্যকে একফোঁটা বয়সে বধ ক'রেছে, না ক'রেছে কি? কিন্তু এ সব কি, বিনা যাদুগীর, কোন সাধারণ মানুষে কখন ক'র্‌তে পারে? বংশীধ্বনি ক'রে কুলবতী রমণীকে কুলের বাইরে এই বনমধ্যে এনেছে, এখন পাছে তাকে তার স্বামী পীড়ন করে, এই জন্যে এই এক ফন্দী খাটিয়ে, এখন শ্যামরূপ ঘুচিয়ে হঠাৎ শ্যামা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে— কি সংবাদ—না, রাই সতী, তোমরা সকলে দেখ!]

(গীত)

(ও যে) শ্যাম ঘুচে, শ্যামা সেজেছে শ্যাম।
চিনেছি নিশ্চয় আমি, দেখে ওর ঐ বাঁকা ঠাম ॥
কৃষ্ণ ঘুচে কালী হলো, করেতে অসি ধরিল,
তোমারে ভুলায়ে দিল, বাঁশী ত্যজে গুণধাম ॥
কত ভেল্কী জানে কালো, ভেল্কীতে কি না করিল,
কালীয় সর্পে দমিল, তাহার প্রমাণ;—
ধরিল গিরি গোবর্দ্ধন, এর চেয়ে কি নিদর্শন,
মনুষ্য হ'য়ে কে কখন, পারে করিতে এ কাম ॥

দাদা! তুমি কি রামায়ণের কথা কিছু শোন নি? মায়ায় মহীরাবণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে কেমন ক'রে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল,' জান না কি? মায়ার অসাধ্য আছে কি সংসারে?

"অগ্রে এসে দশরথ কৌশল্যার বেশে।
হরণ করিল বিভীষণ হ'য়ে শেষে॥
অতএব যাদুতে সকলি হয় দাদা।
কালীপূজা সেই হেতু করিতেছে রাধা॥"

আয়ান। দূর সর্ব্বনাশী রাক্ষসি! তোর কোন কথাই আমি আর শুন্‌তে চাই না। ডাকিনি! তুইই আসল মায়াবিনী! তুইই আসল যাদুওয়ালী! আমি আর তোর ও পাপ মুখ দেখ্‌তে চাই না। রাই!—রাই!—অপরাধ ক্ষমা কর, আমি না বুঝে অকারণ তোমায় সন্দেহ ক'রেছি। পূজান্তে বাড়ীতে যেও, শীঘ্র যেও, আমি তোমার নিকট ক্ষমা মাগ্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

কুটিলা। হায়! হায়! হায়! লাভে হ'তে আমারই বদ্‌নাম হলো কেবল। যাই মার কাছে; আর ভেবে মিছে কি হবে? (রাধিকার প্রতি) যা হোক্ কুলাঙ্গারী তুই!—যা হোক্ কুলাঙ্গারী! আচ্ছা ভোলান্‌টা ভোলালি দাদাকে! ও মা, কি ঘেন্না মা!—মা গো! —

[বেগে পলায়ন।

(বৃন্দার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (কালীমূর্ত্তি সংবরণ করত) কেমন, জিত্‌ হো?

রাধিকা। হুঁ।

বৃন্দা। কি হে শ্যামচাঁদ, ব্যাপারখানা কি? অ্যাঁ, আয়ান এলো রাগত হ'য়ে দেখ্‌লেম, আবার লজ্জিত হ'য়ে চলে যাচ্ছে যে দেখ্‌ছি? ও প্যারী! প্যারী!

রাধিকা। ব্যাপার বড় ছোট খাট নয় বৃন্দে! ব্যাপার বড় ছোট খাট নয়!—আগে কি জানতুম, এঁতে এত গুণ!—

(গীত)

প্রাণসখি, আগেতে জানি নে এত মনেতে।
আছে যে গুণ এতখানি, এই গুণমণিতে॥
দাসারে কাতর হেরে, ভুলাইতে আয়ানেরে,
মোহন বাঁশী ফেলে দূরে, হঠাৎ অসি ধরেন করেতে॥
কোথা এই রূপ গেল, দিব্য কালীমূর্ত্তি হ'লো,
রূপেতে ভুবন ভুলিল, মহামোহ আয়ানেতে।—
কি বলি, হাসির কথা, ননদীর হেঁট্ মাথা,
যেমন সে তেমনি ব্যথা, পেয়েছে আজ অন্তরেতে॥

বৃন্দা। বটে। বটে!—হাঁ। হাঁ—এমন! তবে কম তো নন আমাদের এই গুণের নাগরটী।

শ্রীকৃষ্ণ। পুরস্কার তো পেতে পারি!

বৃন্দা। খুব পার; কে বলে পার না! দে তো রাই! পুরস্কার দিয়ে দে তো! তুমি ভুলিয়ে কুলের বধূ কুলের বাইরে এনে পুরস্কার চাও। বসো তো রাই, তুমি এই কুঞ্জের মাঝে, আমাদের এই যত গোপীদের রাজা হ'য়ে, বিচার কর তো একবার দেখি। এমন চোরকে হাতে-নাতে যখন ধ'রেছি, তখন কিছুতেই তো আমি ছাড়তে পারি না, কর তো বিচার! আমি কোথা আমার এই সাধের কুঞ্জটী রক্ষা করবার জন্যে এঁকে এখানে কোটাল ক'রে রেখে গেলুম, তা নয় উনিই উল্টে চুরী ক'রে বসলেন!—বসো ত রাই। কর ত বিচার।

(গীত)

একবার বোস রাই, এই রাজসিংহাসনে
আমার কুঞ্জবনে।
চোরের বিচার কোত্তে হবে, তোমারে
আজি এখানে ॥
ছিল কোটাল কুঞ্জদ্বারে, কুঞ্জেরি রক্ষণের তরে,
সে যে কুঞ্জে চুরী করে, কেমন চোর বুঝ প্রমাণে ॥
দেখিনি ত এমন চুরী, আনে হরি কুলের নারী,
আজ্ বুঝিব চুরী তারি, দিব সাজা উচিত বিধানে ॥
কুঞ্জমাঝে চুরী করা, ভেবেছে প'ড়্‌বে না ধরা,
ভাবে বুঝি ধরা সরা, ভাঙ্গবো জারি এইক্ষণে ॥

বোস ত রাই—বিচারে বোস ত।

(কুঞ্জমাঝে রাধার রাজা হইয়া উপবেশন)

এইবার বোস দেখি তুমি চোর—রাজার পদতলে; দেখি, তোমায় শাস্তি দিতে পারি কি না!

(কৃষ্ণের জানু পাতিয়া পদতলে উপবেশন)

এইবার হাত দুখানি যোড় ক'রে বল দেখি তুমি যে ঘাট হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। শুধু ঘাট, বৃন্দে?—ঘাট হ'য়েছে, মাঠ হ'য়েছে, এক্ষণে আবার কুঞ্জ পর্য্যন্তও যে হ'য়ে গেল!

বৃন্দে। কি, উত্তর করা? রাজাজ্ঞার উপর উত্তর করা? সাবধান!—ওরে, সখীরা! কোথা তোরা আয় ত একবার, চারদিকে পাহারায় দাঁড়া ত তোরা!—দেখ একবার কেমন চোর!—

(গলায় কাপড় দিয়া)

(গীত)

ওহে এখন বল না কালাচাঁদ! কি তুমি করিবে।
যেমন করম তোমার, আজি তেমনি সাজা পাবে ॥
রাই আমাদের আছেন রাজা,
দেখ্‌বে কেমন দেবেন সাজা,
নয় ত এ মামীরে ভজা, একলা পেয়ে মজাইবে ॥
ছি ছি ! কি নিলাজ তুমি হে, মনুষ্যত্ব কিবা দেহে,
কেমনে মুখ দেখাও দশজনে কিবা কহিবে ॥
চাও ক্ষমা তো ক্ষমা করি, নৈলে সাজা পাবে হরি,
এমন না এ ডিক্রিজারি, কেমন জুলুম মালুম হবে ॥

কৃষ্ণ। এত দিনে মনসাধ মিটিল আমার !
রাই—রাই—রাই আমার ;—
জগতে একটী মাত্র ধেয়ান আমার,
এসো প্রিয়ে ! আনন্দদায়িনী !
স্মরো পূর্ব্বকথা,
যাক্ ব্যথা,
পদে ধরি চাহি গো মার্জ্জনা আজি !
বিরজার গৃহে যাই, তোমায়ে ত্যজিয়ে,
মনে তুমি কত ব্যথা পাও ;
পদে ধরি এবে করি মার্জ্জনা কামনা,
চাহ সুলোচনা, মুখ তুলে,
পদতলে কৃতার্থ করহ মোরে !

রাধিকা। প্রাণনাথ, আমার মিটিল এত দিনে,
হৃদি-সিংহাসনে বৈস নিয়া বামে,
যেন ... হ'য়ো না যেন আর।
গুণাধার,
মিটিয়াছে সাধ কি তোমার?

কৃষ্ণ। মিটিয়াছে।

রাধিকা। এস তবে, বসি বামে তব।

(রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিতে কুঞ্জের মধ্যে উপবেশন)

(সখীগণের গীত)

আজি যুগল মিলিল ভালো।
রাধারে করিয়া বামে বসিল কালো॥
আহা ... কি মাধুরী, হেন না নয়নে হেরি,
ঘন-বামে যেন সৌদামিনী আলো।

যবনিকা-পতন।